

E-mail Address

Banganur-  
banganur@gmail.com  
All India Sunnat  
Al Jamayat-  
ais.jamayat@gmail.com  
Madrasah Board-  
board.pme@gmail.com

# বঙ্গবন্ধু

১৩। জাতীয় চরিত্র উন্নত না  
হলে সে জাতির পতন  
অনিবার্য। কারণ, নেতারা  
জাতির ঐশ্বর্যকে পরিচিহ্ন হন।  
— আব্বাস হিদ।

অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল  
জামায়াত কর্তৃক প্রচারিত

ত্রয়োদশ বর্ষ \* ১৬তম সংখ্যা \* অগ্রহায়ণ ১৬-২৯, ১৪২১, \* ডিসেম্বর ০৩-১৬, ২০১৪ \* সফর ১০-২৩, ১৪৩৬ \* অনুদান-৩ টাকা

## মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিউনিশিয়ার ফাতমা

বঙ্গবন্ধু ডেক- মুসলিম বিশ্বের  
নারীদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এ বছর  
সেরা সুন্দরী মুকুট জয় করেছেন  
তিউনিশিয়ার ফাতমা বেন ওয়েয়েচেন। গত  
২১ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ায় ১৮ জন  
প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম-  
২০১৪' বিজয়  
মুকুট জিতে  
ফাতমা। নাম  
বোবনার পরই  
কেঁদে ফেলেন ২৫  
বছর বয়সী এই  
কম্পিউটার  
বিজ্ঞানী। মাথায়  
বিজয়ী মুকুট  
পরার পর ফাতমা  
বলেন, 'পবিত্র  
করুন। ম. য.  
অ. ল. হ. ব.



মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিউনিশিয়ার ফাতমা বেন ওয়েয়েচেন  
সহায়তায় আমি এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।  
আমার চাওয়া ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা। দয়া  
করে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করুন এবং  
সিরিয়ার জনগণকে মুক্ত করুন।' ফাতমার  
পুরস্কারের মধ্যে একটি সোনার ঘড়ি,  
সোনার দ্বিয়ার ও মক্কা শরীফের ছোট একটি  
প্রতিকৃতিও রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা  
দ্বীপে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত  
হয়। নিয়ম অনুযায়ী, হিজাবে মাথা ঢেকে  
এবং শরীর ঢাকা পোশাক পরে  
প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা।  
বিচারকরা শুধুমাত্র প্রতিযোগীদের সৈনিক  
শৌন্দর্য দেখে তাদের বিচার করেন না। বরং  
তারা কতটা শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ  
করতে পারেন এবং আধুনিক জীবনে  
ইসলাম সম্পর্কে প্রতিযোগীদের মতামতের  
ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ণ করা হয়।  
বাংলাদেশের তারানুহ তাসলিম সেরা ১৮  
জনের মধ্যে ছিলেন। পেশায় তিনি একজন

চিকিৎসক। মূলতঃ 'মিস ওয়ার্ল্ড'  
প্রতিযোগিতায় নারীদের খেলামেলাভাবে  
বা স্বল্প পোষাকে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে  
শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ হিসাবে 'ওয়ার্ল্ড  
মুসলিম অ্যাওয়ার্ড'-এর যাত্রা শুরু হয়।  
প্রতিযোগিতাটি ২০১৩ সালে প্রথম বিশ্বের

নজরে আসে।  
সেবার 'মিস  
ও য. ল. হ. ব.'  
প্রতিযোগিতার  
শান্তি পূর্ণ  
প্রতিবাদস্বরূপ  
বালি দ্বীপে প্রায়  
একই সময়ে  
'ও য. ল. হ. ব.'  
মু. স. লি. ম.।'  
প্রতিযোগিতার  
আয়োজন  
করেছিলেন।  
ওই বছর মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী হন  
নাইজেরিয়ার আরোশা আজিবেলা।

## হিংসা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মহামিছিল

বিপিআর- গত ২০ নভেম্বর  
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মুসলিম গন  
সংগঠনের যৌথ আহ্বানে কলকাতা  
আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ধর্মতলা  
মেট্রোচ্যানেল পর্যন্ত মহামিছিলের  
আয়োজন করা হয়। এই মহামিছিলে অল  
ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল জামায়াতের সম্পাদক  
আব্দুল মাতিন, সারা বাংলা সংস্থালগ্ন যুব

বিপিআর- মুখ্যমন্ত্রী মমতা  
বন্দোপাধ্যায় ২৪ নভেম্বর সোমবার নাম  
উত্তরণ না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর  
তীব্র সমালোচনা করেছেন। ও দাঙ্গাওর,  
ওর হাতে রক্ত লেগে আছে, এমনকি তার  
বিদেশ সফরগুলোতে কত টাকা খরচ  
হয়েছে, কে সেই টাকা দিল, এ সব প্রশ্নও  
ছুড়ে দেন তিনি। পাশাপাশি, বিজেপি এবং  
সিবিআইকেও আক্রমণ করেছেন।

এদিন বিকেল ৩টার দিকে  
কেলকাতার কলেজ সোয়ার থেকে শুরু  
হয় ভূমূল কংগ্রেসের মিছিল। দলনেত্রী  
মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজে সেই মিছিলে  
হাটেন। মিছিল ধর্মতলায় পৌঁছানোর পর  
কম্বী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন  
তিনি।

প্রসঙ্গত, সারাদ-কাণ্ডে সিবিআইকে  
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার  
অভিযোগ তুলে এদিনের মিছিলের ডাক  
দেয়া হয়েছিল। মমতা বলেন, 'আমাদের  
এখানে একজন সেনাকি দাঙ্গাওর  
রয়েছেন। দাঙ্গাওর এখন আবার ধর্মওর  
হয়েছেন। গুলারটে দাঙ্গা বাধিয়েছেন। মনে



কলকাতা সোয়ার থেকে কলেজ সোয়ার পর্যন্ত কংগ্রেসের মতা মিছিলে কংগ্রেসী মমতা বন্দোপাধ্যায়

রাখবেন, বাংলার মাটিতে এ সব করতে  
পারবেন না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার  
পর সব জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ,  
মহারাষ্ট্র, এমনকি দিল্লীতেও।

মমতা বলেন, 'আমারা চাই সব  
কালো টাকা ফেরত আসুক। প্রধানমন্ত্রী যে  
বিদেশ যান, সেই ব্যাপারে বিহারিরা খরচ  
জানতে চাই। কারা এই টাকা দিচ্ছে?  
আমেরিকায় গিয়ে এত বড় করে সভা  
করলেন, কে দিল খরচ?' কেন্দ্রীয় সরকার  
ও সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে তিনি  
বলেছেন, 'সারা জীবন আমি মানুষের পাশে  
থেকে লড়েছি। আর লড়বও। আমাদের  
নিরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না। আমি  
জানি, ভূমূলকে হারাতে ক্ষেত্র-হাটুড়ি,  
হাত আর পদ্ম এক হয়ে গেছে। পারবেন  
না। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে  
আমি জনসাধারণকে বাংলা থেকে দিল্লী  
নিয়ে যাব। এখন কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের  
কথা ভাবে না। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে  
চ্যালেঞ্জ করছি, 'হাফস থাকলে আমার  
গ্রেফতার করুন।'

তার দাবি, আগের এনডিএ সরকার  
ও বামফ্রন্টের আমলে চিটকাড় জন্ম  
নিচ্ছে। বরং ভূমূল সরকার চিটকাড়ের  
মালিকদের গ্রেফতার করেছে।

বর্ধমান বিধেয়রদের দায়ও তিনি

কেন্দ্রের ওপর চাপিয়ে দেন। বলেন,  
বিসএসএফ, এসএসবি ইত্যাদি  
নিরাপত্তাবাহিনী সীমাহীন পাহারা দেয়। এরা  
কেন্দ্রের অধীন। তা হলে জঙ্গিরা এ দেশে  
কি করে ঢুকল? এর দায় কেন্দ্রীয়  
সরকারকে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য  
করেন।

গুরু রামপালের আশ্রমে  
যা পাওয়া গেল

### বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল জামায়াতের  
সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে জানানো  
যাচ্ছে যে, যাদের আই-কার্ডের জালিভিত্তি  
শেষ হয়ে গেছে তাদের কার্ড রিনিউ করা  
হচ্ছে। কার্ড রিনিউ করতে বঙ্গবন্ধুর ৮  
নং পুস্তির রিনিউমাল ফর্মটি জেরক্স করে  
ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে ফিলিপ করুন  
এবং সঙ্গে তিনকপি পাসপোর্ট সাইজের  
ফটো ও ২৫ টপ্পা অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল  
জামায়াতের অফিসে জমা দিন। (সঙ্গে  
বকেয়া সদস্য চাঁদা পরিশোধ কব্বা  
বাধ্যতামূলক)।

বিনীত— অফিস সেক্রেটারী

ফোন নং- ৮৬৪১৮৫৬৩৩১

দ্রুত যোগাযোগ করুন।

পোস্টার  
ফিলিস্তিনির হত্যা  
কর খোদা রক্ষা,  
শোনো বলি মুসলমান  
ইসরাইলি পণ্য কর বর্জন।  
এই অবৈধ রাষ্ট্র  
করে মোদের ধ্বংস,  
মদদ দেয় আমেরিকা  
তার কত অহমিকা।  
তবে সবে মিলে মিশে  
রোগান দিত রঙ,  
বিশ্বের মানচিত্র থেকে  
এ রাষ্ট্র মুছে দাও।  
—সাকিব ইব্রাহিম



ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ  
কামরুজ্জামান, বঙ্গীয় ইমাম পরিষদের  
সম্পাদক মাওঃ রইসুদ্দিন প্রকায়িত,  
মাগুরার বাঙ্গাল আধ্বমানে অয়োজনের  
সভাপতি মাওঃ মনিরুজ্জামান, সংস্থালগ্ন  
চলিগিলের সভাপতি ইফতিকার হোসেন,  
সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতা  
কম্বীরা উপস্থিত হন।

মাওঃ আব্দুল মাতিন বলেন,  
পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজনৈতিক দল

আমাদের। পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী  
মাদ্রাসা গুলোয় সিবিআই, এনআইএ  
সকলকে সঠিক এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত  
করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।  
মিডিয়ায় উদ্দেশ্যে বলেন, এনআইএ তদন্ত  
চলা কালীন কেন আগবাড়িতে নেতাবাচক  
সংবাদ পরিবেশন করার আধিকার  
আপনাদের নেই। কারণ এনআইএ তদন্ত  
করার পর যেটি প্রকাশ হবে সেটি আপনারা

এর পর পাঁচের পাতায়

## আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার ঠিকানা বঙ্গবন্ধু ইসলামি অ্যাকাডেমি (কে.জি. স্কুল)

নার্শারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি নেওয়া হবে নার্শারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত।

\*বেড়াচাঁপা কাউকেপাড়া \*টাকি রোড \* দেগঙ্গা \* উত্তর ২৪ পরগণা  
সম্পূর্ণ ইসলামিক পরিবেশে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে  
আপনার সন্তানের প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠান।  
আমাদের বৈশিষ্ট্য—

- ১। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দান।
- ২। ইসলামিক শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি অনুগত করে পড়ে তোলা।
- ৩। জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি আরবী শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী করে তোলা।

ভর্তির জন্য ফর্ম পাওয়া যাবে ১লা জানুয়ারী থেকে  
১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অফিস থেকে।



## কোর-আন

### সূরা আল বাক্বারাহ

মক্কার অবতীর্ণ, আয়াত ২৮৬

গত সংখ্যার পর-

**সপ্তম কারণঃ** কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপরে দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হজরত ডুবাইর ইবনে মোতামম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হজুর (সাঃ)-কে মাগারিসের নামেই সূরা তুর পড়তে শুনে। হজুর (সাঃ) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছান, তখন হজরত ডুবাইর (রাঃ) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অস্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠে শ্রবণের এটিই ছিল প্রাথমিক ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে 'আম খুলিলা মিন গায়র-শাইয়ি আম হম খালিলা আম খালিলা' সমান্যতি অল আদর' বায়া ইউকিমুন- আম ইদাহম খাতাউনা রসিক। আম হম আল মু-সিতরিন'— অর্থাৎ, তারা কি নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা আকাশ ও ভূমির সৃষ্টি করেছে, না কেন কিছুতেই ওরা ইয়াদিন করছে। তা তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাঙারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারা ইরক্ষঃ।

**অষ্টম কারণঃ** অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আবখ্যায় পৃথকই হোক না কেন, বড়জোর দু-চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

## বুখারী শরীফ

### প্রথম অধ্যায়— 'ওহী'

গত সংখ্যার পর-

রসূলুয়াহ (সাঃ) বলেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি জবাবে বলেন, হাঁ। অতীতে যিনি তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি, তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব।' এর কয়েকদিন পর ওয়ালাহ (রাঃ) ইয়েকেনা করেন। এবং ওহী ছগীত থাকে।

যাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) ওহী ছগীত প্রসঙ্গ বললেন, রসূলুয়াহ (সাঃ) বলেন, একদিন আমি হেঁটে যাচ্ছি হঠাৎ আকাশ থেকে একটি শব্দ শুনে পড়ে পেরে গেলুম। তৎক্ষণাত আমি তিরে পড়ে বসলাম, 'আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।' তারপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন, 'হে বজ্রাঘাতিত! উঠুন, সতর্কবারী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠ রোযা রাখুন। আপনার পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন রাখুন। অপরিচ্ছাদ থেকে পুরে থাকুন।' (৭ঃ১-৪) তারপর থেকে ব্যাপকহারে একের পর এক ওহী নাযিল হতে লাগল।

**ওহী সম্পর্কে অমুসলিমের সত্যায়নঃ** (হাদিস ৪)- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু সুফিয়ান তাকে বলেছেন, দশদশ হিরাকস একবার তার কাছে লোক পাঠালে।

## অমীয়াবাণী

**নবম কারণঃ** নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন রোযা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিলুপিবর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্তন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়ালা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছে, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি মের-যবর তথ্য স্বরচিত পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্তন পরিবর্তিত হয়নি। প্রতি যুগেই জী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছে। বড় বড় আলো যদি একটি মের-যবর-পেশ কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দশমাব্দেও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নবীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সমগ্র এটি হিরাকসও মুশকিল যে, এ কিতাবে কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি আখ্যায় ছিল।

গ্রন্থকারে প্রতি যুগের কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অর্থাৎ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল এবং জার-মাধ্যম ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জুলে গেলে বা অন্য কোন

লোকেরা তাঁর অনুমূলক করে? বললাম, 'সাধারণ লোকেরা। তিনি বললেন, তারা কি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়? না কমছে? বললাম বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।' তিনি বললেন, তাঁর ধর্ম গ্রন্থ করার পর কেউ তা ত্যাগ করেছে? বললাম, 'না'। তিনি বললেন নবুও তের দাবির আগে তোমরা কি কোনও সময় মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ? বললাম, 'না'। তিনি বললেন, তিনি কি ওয়ালা ভদ্র করেন? বললাম, 'না'। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জাযিনা, এর মধ্যে তিনি কি করলেন? আবু সুফিয়ান বললেন, একখাতুক ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে আর কোন কথা বলার সুযোগই আমি পাননি।' তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর সাথে কখনও যুদ্ধ করেছ? বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে? বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল দুয়ার বাতির ন্যায়।' কখনও তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে।' তিনি বললেন, তিনি তোমাদের কিসের পক্ষ করেন? বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুই অংশীদার করেন না এবং তোমাদের বাপ-দাদার স্রাষ্ট্র পথ পরিচাল্য কর। নামাজ কর, সত্য কথা বল, নিজস্ব থাকো এবং আখ্যায়ের সাথে সংবাহার কর।' তারপর তিনি (সোভাখীক বললেন, 'তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তার বেশ সমস্ত প্রশ্ন করছি। তুমি তার উত্তরে উত্তর করছো। যে, তিনি তোমাদের মধ্যে স্রাষ্ট্র বংশের। প্রকৃত পক্ষে রসূলগণকে তাঁদের কউমের উক্ত বংশই প্রেরণ করা হয়ে থাকে।' 'না'। তিনি বললেন, স্রাষ্ট্র না সাধারণ

## হাদীস

করেন নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বাণ্যগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোলাখোলা সমগ্র বিশ্বের কোরআন যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা নিশে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আলকোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কলাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহর স্বরা সর্ব যুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হতুঃকপল কোন ক্ষতি নেই, অনুপভাবে তাঁর কলাম সমস্ত সৃষ্টির রদ-কলনের উচ্চ এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মো'যযার পর কোরআন আল্লাহর কলাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

**দশম কারণঃ** কোরআনে ইন্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পঞ্জিত করা হয়েছে, অন্য কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এতো জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটছে যে, তাতে সমস্ত সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানব জীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আনোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিকলনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান রচিত হয়েছে। এছাড়া মাধার উপরে ও নীচ যত সম্পন্ন রয়েছে সে সবার প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাস্তানীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পর্যবেক্ষণ সম্বলিত এমন সমগ্র বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

ক্রমশঃ.....

## সওয়াল

### মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব ডাইরেক্টর-জামিয়া রহমানিয়া

৬০৫৫। সওয়াল- যে সমস্ত মানব পানিতে ডুবে মরে ও দেওয়াল চাপা পড়ে মরে ও রাষ্ট্রার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরে তারা কী পরেছে বাসি হলেন? দয়া করে জানান।

হাসিনুর রহমান, চন্দনপুর, গুপী।

**জওয়াব-** ইমান থাকলে তাদের এই আকস্মিক মরণের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা পেতে পারে, সেই সুবাদে তারা বেহেশতী হতে পারেন।

৬০৫৬। সওয়াল- হজুর আমি শুনেছি একজন মহিলা অপর একজন মহিলার মাথার চুল দেখলে সে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু মা যদি মেরের চুল দেখে তাহলে কি হবে? এবং আমার পরিবারে শাওড়ি, জা, নন্দ, নোন এরা যদি আমার চুল দেখে ফেলে তাহলে কি জাহান্নামে যেতে হবে? অথবা অসুখ থাকলে আমার দেহ-তালকালী যদি আমার চুল বা দেহের কোন অংশ দেখে ফেলে তাহলে কি শোয়ানী হবে?

জাহানারা বিবি, দক্ষিণ ভেরিয়া।

**জওয়াব-** একজন মহিলা আর একজনের চুল দেখলে জাহান্নামে যাবে এই কথাটি ঠিক নয়, বিধায় বাকী প্রশ্নগুলির জওয়াবের প্রয়োজন নেই।

৬০৫৭। সওয়াল- হজুর, আমি কয়েকটি রোজা করেছি, হঠাৎ একদিন আমার পেটের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে উঠলো এবং ডাক্তার বললো তুমি রোজা করতে পারবে না। এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, রোজা থাকাবলিন আছরের নামাজের পর অথবা আগে যদি হারোজ দেখা যায় তাহলে ওই অবস্থায় কিছু না পেয়ে একতার করা যাবে কি? না হারোজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পেয়ে রোজা ভাঙতে হবে। দয়া করে জানান।

আয়েশা বিবি, তেঘরিয়া।

**জওয়াব-** জরুরী ভিত্তিক ঔষধ সেতে হলে বাওয়া যাবে, এ রোজাটি পরে কাছ করে দিতে হবে। রোজা অবস্থায় হারোজ হলে একতার করতে হবেনা। বরং রোজার হালাতে থেকে সন্ধ্যায় একতার করবে। বরং যে করদিন হারোজ হয় সে করদিন প্রকাশ্য দিনের বেলা না পেয়ে গোপনে সেতে হবে।

৬০৫৮। সওয়াল-হজুর! আমার জানার বিষয় হল— আমার বশিরহাটের আল্লামা হজুরের কিতাব পড়ে জানতে পারি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়, যমীর তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই তালাক সংশোধন করার উপায় কি? দয়া করে জানান।

আজিয়া বিবি, বলিরহাট।

**জওয়াব-** যেমন বিবাহ হয় ঠিক তেমনই উকিল স্বাক্ষরী ঠিক করে মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে নিলে হবে।

৬০৫৯। সওয়াল- হজুর আমার প্রশ্ন হল অজু করার সময় কোন কথা বলা যাবে কি? যদি কারণবশতঃ কোন কথা বলে ফেলি তাহলে কি পুনরায় অজু করতে হবে।

ফকলুর রহমান মোল্লা, আব্বাদ স্বত্মপুর, চাঁদরিয়া পাড়া।

**জওয়াব-** ওজু করার সময় কথা বললে পুনরায় ওজু করতে হবে না। তবে ওজুর ফজীলত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। হাদীস শরীফে আছে কোন ব্যক্তি যখন ওজু করতে শুরু করে তখন চার জন মেরেস্তা একটি কাপড় তার মাথার উপর ধারণ করে। যদি ওজুকরী ব্যক্তি কোন কথা বলে তাহলে এক কেমার মেরেস্তা কাপড় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, এরপক্ষে চার বার কথা বললে মেরেস্তা কাপড়টি গুটিয়ে নিয়ে চলে যান। আর কোন কথা না বললে ঐ কাপড়টি ওজুকরী ব্যক্তিকে পরিবেশ দেয়। ওজুকরী ব্যক্তি কথা বললে ঐ কাপড় পরিধান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

৬০৬০। সওয়াল- মিলাদ মাহফিল বা কোনো সওয়াববরসানি মাহফিলে সুধোব, মদখোব বা হারাম অর্থ নিবৃত্ত হলে সেই মাহফিলের তাবরকাত বাওয়া যাবে কি? যদিও আমার হালাল অর্থ উহাতে যদি নিবৃত্ত থাকে।

বাকিবিলাহ, কাউকোপাড়া।

**জওয়াব-** নিজের হালাল অর্থ দিয়ে থাকলে উক্ত স্বাধ্য কতওয়ার গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬০৬১। সওয়াল- যদি কোন ইমাম সাহেবের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির নামে ইমাম ভাতার কর্ম নিলাপ করে টাক পায, আর সেই টাক যদি ইমাম সাহেবের দেয়, তাহলে ওই ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়লে কি কোন সমস্যা হবে? এক্ষেত্রে করবীয় কি?

ছাত্র- কুরকুরা টাইলে মাজাসা।

**জওয়াব-** সরকারী যোবনা অনুযায়ী উক্ত টাকার পাওনাধার মূলতঃ ইমাম, সেই টাক ইমাম সাহেব ড্র না করে অন্যের নামে টাকটি ড্র করায় প্রথমতঃ একটি শোকা, দ্বিতীয়তঃ গোপন পথে ইমাম সাহেবের উক্ত টাক ভক্ষণ করা সেটাও আর একটা শোকা। তৃতীয়তঃ উক্ত টাক নিদলস না হওয়ার ইমাম সাহেবের পক্ষে উক্ত টাক ভক্ষণ করা জারোজ নয়। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি ইমামকে নামাজ মাহিনা দেন তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে নামাজ জারোজ। আর যদি ইমামকে মাহিনা না দেওয়া হয় বরং উক্ত ভাতাই ইমামের মাহিনা গণ্য করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ইমামের পিছনে এতেন্দা করা মকরহ।

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে সওয়াল-জওয়াব বিভাগে সওয়াল পাঠানোর জন্য এখন থেকে [banganur@gmail.com](mailto:banganur@gmail.com) এই ই-মেইল এড্রেসে মেইল করুন। এছাড়া বদনুরে কোন লেখা বা আপনার এলাকার সংবাদ দ্রুত পাঠাতে একই এড্রেসে ই-মেইল করুন। আমাদের অন্য ই-মেইল এড্রেসে বদনুর সম্পর্কিত কোন ই-মেইল পাঠালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিনীত— বিভাগীয় সম্পাদক

# কাম রিপু দমনের একমাত্র ঔষধ আল্লাহ ভীতি

মোঃ আলমগীর গাজী

মানুষ যে সৌন্দর্য্যপূর্ণ থেকে দূরে থাকে তার কবাক প্রকার স্রবস হতে পারে। ইমাম গাজালী তাঁর জগত বিষয়ত 'এইয়াউ উলুমুদীন' কেহাবে লিখেছেন মানুষ যখন সৌন্দর্য্যপূর্ণ থেকে দূরে থাকে- হয় লোক নিন্দার ভয়ে, নাহয় লজ্জা-শরম, না হয় মান-সম্মানের ভয়ে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটিতে সওয়াব নেই। কেননা এতে মনের এক আনন্দকে আরেক আনন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় মাত্র। অবশ্য এসব বাধার মধ্যেও একটি কল্যাণ আছে। তা হচ্ছে মানুষ পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। তা সে যে কোন কারণেই হোক। যখন সকল সামার্ণ সুরোগ পাকা হচ্ছেও কেউ শুধু আল্লাহর ভয়ে বিনা থেকে বিরত থাকে, তখন সে উচ্চমর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারি হবে, বিশেষতঃ যখন সত্যিকার সৌন্দর্য্যপূর্ণ বিদ্যমান। আর এটা প্রকৃত মোমেন ও সিন্ধিকগণের লক্ষণ। এসম্পর্কে রবুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (প্রেমিকের জন্য) আশিক হয়ে সাধু থাকে এবং ইশক গুণ রাখে, এরপর মারা যায় সে শহীদ। তিনি আরো বলেন, আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন। যেদিন আরশের ছায়া ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকবে না। তমাধে একজন সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে আকান করে এবং সে জবাবে বলে আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তাহলে আল্লাহকে ভয় করে বিনা-ব্যতিচার থেকে বিরত থাকলে আল্লাহপাক আমাদের কিয়ামতের দিবসে আরশের ছায়া দান করবেন। তার কারণ মান-সম্মান, লজ্জা-শরম, লোক নিন্দার ভয় এসমস্ত তো পার্শ্ব সাপেক্ষের ভয়। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহপাকের ভয়ের ক্ষেত্রে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। আর মান-সম্মান, লজ্জা-শরম, লোক নিন্দার ভয় সবসময় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। বশিরহাট আল্লামা হজুর তাঁর ইসলাম ও পর্দা নামক কিতাবে লিখেছেন, বৈরাগ্য অগ্নি ও পেট্রোলের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে আশিকুল সেইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। বৈরাগ্য প্রেক্ষিত বায়ুবোমে অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরপুরুষ ও স্ত্রীলোকে একে অন্যের আকর্ষণে ব্যতিচারে লিপ্ত হয়। তাছাড়া শরতান তো প্রতি পদে পদে মানুষকে ধোকা দিতে চায়। এবং হুত্মিয়ার বরূপ ব্যবহার করে নারীদেরকে। এসম্পর্কে রবুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, নারী শরতানের জাল। এই লিঙ্গা না থাকলে, নারীরা পুরুষের উপর রাজত্ব করতে পারতো না। অন্য এক হাদীসে আছে হজরত এবনে মাছউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, স্ত্রীলোকের গোপন থাকার বিষয়, যখন সে বাইরে গমন করে শরতান তাহার সুরোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। (তিরমিহি)। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহপাকের ভয় সর্বসময় সর্বপ্রথম পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। সামর্থ্য এবং আগ্রহ পাকা হচ্ছেও জুলতার সাথে হজরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সফলতার জানা। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এ জন্মে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে হজরত ইউসুফ (আঃ) সকল সৎ ও সাধুপুরুষের ইমাম।

ইমাম গাজালী (রহঃ)-এর জগৎ বিষয়ত 'দশীন কিয়ামতের সা'দাত নামক কেতাবের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সাহাবী হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) অসাধারণ সুন্দর চেহারার যুবক ছিলেন। তিনি একবার একজন সাগীসহ মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আবওয়া নামক প্রান্তরে এসে তবু ফেললেন। তাঁর সাগী বন্ধুটি কিছু কেনাকাটা করার জন্য বাজারে চলে গেল। তিনি তাবুতে একাকি বসে থাকলেন। এক জনৈক গ্রাম্য মহিলার দৃষ্টি তাঁর অনন্য সৌন্দর্যের উপরে পড়তেই সে মনে প্রাণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং পাশাড়া থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে হাজির হল। মহিলা নিজেও রূপে রঙে-সৌন্দর্যে ছিল অপূর্ণা। সে বোরবার পর্দা খুলে বলল, আমাকে কিছু দিন। সাহাবী হজুর মনে করলেন সাবার চাইছে হয়তো। তাই রুটি ঘোরা জন্য হাত বাড়ালেন। সে বলল আমি এটা চাইনা। রাস্মী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয় আমি তাই আশা করি। তিনি বললেন, শরতান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। এরপর তিনি নিজের মাথা দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে সমাজের কাঁদতে শুরু করে দিলেন। মহিলা তাঁর একরূপ অবস্থা দেখে ব্যর্থতার প্লাবিত বহন করে নিজ বাড়িতে চলে গেল। সঙ্গী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখল, সুলায়মানের দৃষ্টিতে গুলে গেছে এবং গলা রঙে গেছে। সাগী জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বললেন কিছু না। আমার মেরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তাই। সঙ্গী বলল না, ব্যাপার অন্য কিছু। অবশেষে

অনেক পৌড়াপৌড়ি করে জিজ্ঞেস করার পর সাহাবী সুলায়মান (রাঃ) গ্রাম্য মহিলার ঘটনা বলেছিলেন। সাগী বন্ধুটি বাজার সওয়ার ব্যাণ রেখে অশোকে কান্না শুরু করে দিল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন, এখন তুমি কাঁদছেন কেন? সে বলল, আমার কান্নার কারণ হচ্ছে, আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম তবে সবর করতে পারতাম না, বিনায় লিপ্ত হয়ে যেতাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে কাঁদলেন এরপর তাঁরা মক্কার পৌছালেন। তওয়াফ ও সাযীর পর যখন তাঁরা হাজরে আসওয়দের নিকটে এলেন, তখন সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বসা অবস্থায় তন্ত্রাচ্ছয় হয়ে পড়লেন। তিনি বশে দীর্ঘদেহী, সুস্বী, ফাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি? তিনি বললেন ইউসুফ। সুলায়মান (রাঃ) আরজ করলেন, জুলেখার সাথে আপনার আচরণ খুবই বিস্ময়কর। ইউসুফ (আঃ) বললেন, আবওয়ায় সেই গ্রাম্য মহিলার সাথে তোমার আচরণ আরো বিস্ময়কর। তাহলে প্রকৃত আল্লাহপাকের ভয় অতুরে না থাকলে দুনিয়ার ক্ষেতনা ও নারীদের কিতনা থেকে বেঁচে পাকা সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে রবুল পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার কিতনা ও নারীদের কিতনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা বনী ইসরাইলের প্রথম কিতনা নারীদের পক্ষ থেকেই ছিল। অন্য এক হাদীসে আছে, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর পুরুষদের ওপর নারীদের চেয়ে অধিক কঠোর কোন ক্ষেতনা আর দেখি না। আল্লাহপাক আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

## পাণ্ডিত্যের আবেগ

মোঃ নাজহাবুদ্দিন

\*ইংরাজী ১১.১১.২০১৪ তারিখ মগরেব বাদ একী ফেন এলো। দেশলাম এম.কিউ। অর্থাৎ ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাইউম সাহেব। সালাম বিনিময়ের পরই তিনি খুবই আবেগময় কণ্ঠে এবং অন্যান্য দিমের স্বাভাবিক স্বরধ্বনির তুলনায় বেশ উচ্চ স্বরেই বলতে শুরু করলেন, আমি বুঝতে পারছি না যে, দাখা হজুর কেবলা (রহঃ)-এর উপরে কেউ গবেষণা করছে না কেন? আমি অনেক ষেটে-ষটে বশিরহাট হজুর কেবলার উপরে অনেকটাই আলোকপাত করেছি সমাজ সম্বন্ধে, যদিও বহু দিক তুলতে পারিনি। তবে আমার সময় সুরোগ থাকলে আমি মোজাদ্ধেদে বামানের উপরে একটু খাটতাম কিন্তু আমার বরস হয়েছে, তাই অক্ষমতায় সাহস পাচ্ছি না ভাই (মাহতাবভাই)। আমি বলি- বশিরহাট হজুর তাঁর জীবনী লিখেছেন। এবং সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেবও ফুরকুরা শরীফ নিয়ে গবেষণা করছেন। আমি পুনরায় বলি- আপনি আপনার মনের কথা গুলি লিপিত ভাবেই বন্দনুরে তুলে ধরেন। ডঃ এম. কিউ সাহেব আরোও যেন আবেগময় হয়ে উঠে বলতে থাকেন- দাখা হজুর কেবলা যে কলম ধরেছিলেন সে কথা আজকের সমাজের অনেকেই জানে না। পর পর বেশ কয়েকটি পত্রিকার নামও তিনি বললেন হজরত মোজাদ্ধেদে বামান (রহঃ)-এর প্রকাশিত লেখা আছে যে যে ইসলামী পত্রিকায়। এবং তিনি অনেক

কথাই একটানাই বলতে পারেন- সবাইত ধর্মের আধ্যাতিকতাকে তুলে ধরতে চান কিন্তু বাস্তবমুখী জীবনকে লিপিত ভাবে সমাজ-সম্মুখে কতজন তা তুলে ধরেন?। \*আমি বুঝলাম বন্ধু আমার পাণ্ডিত্যের স্রোতধারাই বড়ই আবেগময় হয়ে উঠেছেন আজ মগরেব নামাজ-এর বিশেষ দফা পেয়ে। এবং সঠিক বৃত্তি ভিত্তিক দিককে আমাদের নিকট আনয়ন করতে এমনি জিজ্ঞাসাবোধক প্রশ্নাব পেশ করলেন যোনের মাধ্যমে। আমি পুনরায় বলি সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এমন বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আসতে পারেন। তিনি বলেন- আগামী কল উনি বশিরহাট আমিনীয়া মাদ্রাসাতে আসছেন আলোচনা রাখব। \*সবাই সব কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারে না। তবুও স্বচেষ্টা হয় অনেকটাই এগিয়ে দিয়ে যেতে। কারণ- গবেষণার সুফল প্রাপ্ত ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাইউম সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলাম ধর্মীয় ধারায় সুগঠিত স্বচ্ছ সুন্দর পবিত্র মহাশ চরিত্র আল্লাম হজুর (রহঃ)-কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কলমে তুলে ধরে মুলায়গ্য করতে পেরেছেন বলেই এতোটাই আবেগময় হয়ে উঠেছেন তাঁরই পৌরকেবলা (রহঃ)-কে নিয়ে লিখতে কিংবা লেখতেই। জানি না বোধাপক কতটা মদম দেননা তাঁর হেকমতে এবং স্বাভাবিক কলমে।

# “অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াত”

## সহরা অনন্তপাড়া গ্রাম কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা- অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াতের হাবড়া-২ ব্লকের রাজীবপুর গ্রাম পঞ্চায়তের অস্থগত সহরা অনন্তপাড়া গ্রাম কমিটি গত ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে গঠিত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে বারা দায়িত্বে আসেন তারা হলেন—

১। আজহারউদ্দিন মণ্ডল - সভাপতি - ৮০০১১৬০৬২৮, ২। গিয়াসউদ্দিন - সহ সভাপতি - ৯০৫১০৩২১৩০, ৩। আকবার গোলদার - সম্পাদক - ৯৭৩২৬২৪৩৫১, ৪। নূর সেলিম মণ্ডল - সহ সম্পাদক - ৮০১৭৩৮২৭৭৫, ৫।

মোঃ মুহিদ আলি মণ্ডল - স্বেচ্ছাধ্যক্ষ - ৯৬০৯২৫৬৫৭৯, ৬। মোঃ আবদাসউদ্দিন - হিসাব রক্ষক - ৮৭৬৮১৭৮২২০, ৭। মোঃ মিরাজুল মণ্ডল - সদস্য - ৮৭৬৮৬২৫৪৩২, ৮। মোঃ বুরসিদ আলম - সদস্য - ৮০০১১৬২০৭৭, ৯। মোঃ নাসির মণ্ডল - সদস্য - ৯৮৭৪১২৫৪৭৪, ১০। মোঃ রফিকুল ইসলাম - সদস্য - ৯০৯৩৭১৩৪২৮, ১১। মোঃ কবির মোল্লা - সদস্য - ৯৫৬৪৫০৩০৫৩, ১২। মোঃ কুদ্দুস মণ্ডল - সদস্য - ৮০০১১৬৩৩৭১৪, ১৩। মোঃ রুহুল আমিন - সদস্য - ৭৮৭২৩৪৭২৭৬ প্রমুখ।

## কেয়াডান্সা চাঁদপুর গ্রাম কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা- অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াতের দেগদা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম কমিটি গত ০২ নভেম্বর ১৪ তারিখে গঠিত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে বারা দায়িত্বে এলেন তারা হলেন যথাক্রমে—

১। মোঃ মনিরুল ইসলাম - সভাপতি - ৭৫০১০৮৭৯৮০, ২। মোঃ আজরুল ইসলাম - সহ সভাপতি - ৯৬৪৭১১৬০৩৯, ৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম - সম্পাদক - ৯৬০৯৯৮২৩৪৩, ৪। মোঃ মহিউদ্দিন আলি - সহ সম্পাদক - ৮৭৭৫২২০৯১, ৬। মোঃ আপাছ আলি - হিসাব রক্ষক - ৯৭৩৪৬৪৪৪১১, ৭। আলহাজ্ব মোঃ হাবিবার মণ্ডল - সদস্য - ৭৫০১০৮২১৩৪, ৮। মোঃ সাহানুর জামান খিল্লাল - সদস্য - ৯৭৩৫৬৪৪৪৬, ৯। আব্দুল্লাহিল ফারুক - সদস্য - ৮৩৪৮৬৭৫৫২০, ১০। মোঃ আবু আলী - সদস্য - ৯৭৩৪৪৫৬৭৬, ১১। মোঃ তাহির হাসান - সদস্য - ৯১৫৩৬০০২৪৭ প্রমুখ।

## গুমা জাগ্রত সংঘের ময়দানে হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা- গত ২৩ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াত হাবড়া শাখার পরিচালনায় 'হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ'-র আয়োজন করা হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ আব্দুল মতিন, সহ সভাপতি মাওঃ সফিকুল ইসলাম সাহাবী, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক মাওঃ কামারুজ্জামান সাহেব, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের অফিস সেক্রেটারী মাওঃ হাসানুর জামান, মাগুরার বাঙ্গাল আঞ্জমানে অয়েজিনের সভাপতি মাওঃ মনিরুজ্জামান সাহেব, সদস্য মাওঃ বাকিবিল্লাহ, মাওঃ আকবর মন্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির আয়োজক আব্দুর রহিম সাহেব সহ এলাকার নিনিস্ত সমাজসেবী ডাক্তার, মাস্তুর, বুদ্ধিজীবী সহ গুমা জাগ্রত সংঘের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বোপরী তিনি আরো বলেন আমরা কামনা করছি দেশ ও দেশের স্বার্থে আমরা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করব। মাওঃ কামারুজ্জামান বলেন, আমি সাংবাদিক বন্ধু ও বিজেগণের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা আসেন আমরা সকলে মিলে মাদ্রাসা গুলো তদন্ত করি। যদি কোন মাদ্রাসাই জঙ্গি, বা দেশ দ্রোহিতার প্রমাণ দেখাতে পারেন তা হলে আমরা ওই মাদ্রাসা গুলো বন্ধ করে দেব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পশ্চিম পত্রিকা অফিসের অফিস সেক্রেটারী মুহাঃ তরিকুল ইসলাম। সবশেষে মাওঃ সফিকুল ইসলাম সাহাবী সাহেব দুওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

## শোক সংবাদ

বারাসাত থানার অস্থগত ছোট জাওলিয়া নিবাসী ডাঃ সেখ রিয়াজুল হক গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রে দুনিয়া থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইমাম)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াতের ছোট জাওলিয়া অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর সাথে সাথে তাঁর রাসের মাগফিরাতের জন্য দেশ বাসীর কাছে মহান আল্লাহ'তায়ালার নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

আব্দুল মতিন বলেন, বর্তমান সময়ে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর কিছ মিডিয়া মুসলিম সমাজ সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার করে চলেছে, তাতে সমাজে হিংসা ছড়িয়েছে। আমরা চাই না হিন্দু- মুসলমানের জাতীয় নষ্ট হোক। কারণ দেশের হিন্দু ও মুসলিমরা ক্রোধে কাঁধ মিলিয়ে যদি সেদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতে তাহলে দেশের স্বাধীনতা আসত না। আজ আমরা শান্তি ও সম্প্রতিতির স্বার্থে এই সমাবেশ করছি। তিনি রাজ্যের মিডিয়া ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আসুন আমরা সকলে মিলে দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে জঙ্গি বাদ নির্মূল করি। করুন আমরাই তো কারগিল সেক্টরে নারাই- তকবির ধনীতে মুখরিত করে দিয়েছিলাম।



সম্পাদকীয়

# ইসলাম শান্তির ধর্ম, মুসলিমরা শান্তির দূত

মুসলিম হিসেবে দীন ইসলাম পালন এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ অর্থাৎ চেষ্টা সাধনা করার বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারেনা। এই চেষ্টা সাধনার পদ্ধতি ও পর্যায় সবার ক্ষেত্রে সব সময় একই রকম নাও হতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই কিছু মৌল নীতি অবশ্যই মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম মাত্রই মহান আল্লাহতায়ালার প্রেরিত কিতাব আল-কোরআনের বাণী অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। নেহেতু এই জিহাদ ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, তাই মানবতার স্বার্থে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সময় উপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

গুণমাত্র পার্থিবালভ লোকসানের হিসেব কবে জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। বারী সত্যিকার অর্থেই ইসলামের পথে চলার চেষ্টা-সাধনা করতে চান, তাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তাড়াতাড়ি করা কিংবা অধৈর্য হয়ে কথায় ও কর্মে অবৈধগত সন্তোষশীল আচরণ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ রক্ত কথা ও অসহিষ্ণু আচরণ জনগণের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর মুসলিমরা হলো শান্তির দূত স্বরূপ। তাই তাদেরকে মার্জিত ও সং স্বভাবের অধিকারী হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ মহান সন্তান বিনয়ী, সহিষ্ণু ও সংকমশীল ভাল মানুষদের ভালবাসেন এবং সাথে থাকেন। তাছাড়া সাধারণ মানুষই গুণ নয়, চরম শত্রুও ভালো মানুষের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়, বিশ্বাস ও আস্থা পায় এবং বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহতায়ালার আমাদেরকে শান্তি ও সত্যাত্মীয় কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার

ম্যানেজট দিয়েই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল পথেই এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু তাই বলে সহনশীলতার অর্থ এই নয় যে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও মুসলিমরা হাত ওড়িয়ে বসে থাকবে। ক্ষমতা দখলের মোহে তথাকথিত স্বাস্থ্য নায়, বরং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের স্বার্থে শক্তি প্রদর্শন এবং মুসলিমদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে তার সত্বাবহার করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

সাধ্যমত ইসলামের দাওয়াত দেওয়াও 'জিহাদের' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাল কথা, সংকর্ম, সারগর্ভ বক্তৃতা ও লেখালেখি ইত্যাদি সকল সুস্থ পন্থায় দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং যুগোপযোগী আধুনিক গণমাধ্যম সমূহের সৃষ্টি ব্যবহার করার বিষয়েও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন শাস্ত্র, মহাকাশ বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি যত ধরনের পার্থিব বিশেষ জ্ঞানই মানুষ অর্জন করুক না কেন, ইসলামের দাওয়াত কর্মে নিবেদিতদেরকে আল-কোরআনের জ্ঞান অর্জন ও অনুধাবন করার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে যে কোন মুহুর্তে পা পিছলে যাওয়ার সত্তাবনাটাই অধিক। এই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ কটকথা বলতে পারে এবং নানা রকমের পৌনঃপুনিক আচরণ করতে পারে। অনুকূল বা প্রতিকূল অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সকল অবস্থায় মহান আল্লাহতায়ালার পথনির্দেশনা মেনে চলাই হলো মুসলিমদের জন্য সর্বোচ্চ পন্থা।

সুন্নাত অল জামায়াত

দক্ষিণ শেরপুর, আগাপুর মিলান মসজিদের উন্নতি কল্পে—

## পবিত্র ইসলামী ধর্মসভা

২৭ অগ্রহায়ণ-২১ (ইং- ১৪/১২/১৪) রবিবার

আগাপুর মোড় মিলান মসজিদ প্রঙ্গন, সময়- বাদ মাগরিব হইতে উপস্থিত থাকবেনঃ- হজরত মাওঃ মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব- ডিরেক্টর-জামিয়া রহমানীয়া \* হজরত মাওঃ রজব আলী সাহেব, শিক্ষক- আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা \* হজরত মাওঃ ইয়াকুব আলী সাহেব- সম্পাদক- ভবানীপুর মাদ্রাসা।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন হজরত মাওঃ আব্দুল লতিব সাহেব।

\* আপনার সম্বন্ধে দলো দলো যোগদান করুন \*

# ফিলিস্তিনিদের হুমকি দিলেন কেরি, ইসরাইল-মার্কিন ষড়যন্ত্র অব্যাহত

বিশেষ প্রতিবেদন- মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছেন বলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গণমাধ্যমে জানিয়েছেন। জন কেরি বলেছেন, ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষ যদি আত্মরক্ষাতিক সমাজের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের জন্য জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

এদিকে, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের তদন্ত দলের গাজা প্রবেশে বাধা দেয়ার ফিলিস্তিনিদের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের মুখপাত্র সামি আবু যোহরি ইহুদিবাদী ইসরাইলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গত ৫০ দিনের যুদ্ধে গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য জাতিসংঘের তদন্ত দল গাজায় আসতে চাইলেও ইসরাইল তাতে বাধা দিয়েছে।

জানা গেছে, ফিলিস্তিনিরা যাতে তাদের অধিকার ক্ষিরে পড়ে না পারে সে জন্য আমেরিকা ও দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ধরনা দিলেও আমেরিকা তাতে বাধা দিয়েছে। গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি যাতে কখনোই ফাঁদ না হয় এবং আন্তর্জাতিক শান্তির সন্ধানী হতে না হয় সেজন্য ইসরাইলি শুরু থেকেই তদন্ত করে বাধা দিয়ে আসছে।

ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি দখলদারদের অবসান এবং রাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক চেষ্টা চালালেও ইসরাইল ও মার্কিন কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে যাতে ফিলিস্তিনিরা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে। ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের মাধ্যমে রাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরাইল তার তীব্র বিরোধীতা করেছে। অন্যদিকে মার্কিন কর্মকর্তারাও ফিলিস্তিনিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির হুমকি দিয়েছে যাতে তারা রাধীন রাষ্ট্র

গঠনের চেষ্টা থেকে সরে আসে।

আমেরিকা এমন সময় নতুন করে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে ও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে যখন মার্কিন কর্মকর্তারা তথাকথিত আপোষ আলোচনার মাধ্যমে সময় ক্ষেপণ করে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের উদ্যোগকে ভুল্লর করার চেষ্টা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে যদিও কেবল ইসরাইলের দাবি দাওয়া আদায় করে নেয়া হচ্ছে এবং যখন ফিলিস্তিনিরা তাদের দাবি আদয়ে শত্রু অবস্থান নিচ্ছে তখনই তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, তারা ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও আমেরিকার ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করবে না। এ অবস্থায় মার্কিন কর্মকর্তারা হুমকি ও জাস সৃষ্টির মাধ্যমে এমন এক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের লক্ষ্য অর্জন না করতে পারে এবং ইসরাইলের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা পায়।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে, ইসরাইলের আগ্রাসন ও সহিংসতা রোধ করা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ বা উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। পশ্চিমা বিশ্বের তথা আমেরিকার শান্তি আলোচনা তথা সমাধান সূত্র বার করার নামে কলকল্পণ করা ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে ইসরাইলকে সাপোর্ট করার এক ইীন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য, ফিলিস্তিনকে রাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইতিমধ্যে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে একটি বিল পাশ হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি সুইডেন ফিলিস্তিনকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে। ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের মাধ্যমে রাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরাইল তার তীব্র বিরোধীতা করেছে। অন্যদিকে মার্কিন কর্মকর্তারাও ফিলিস্তিনিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির হুমকি দিয়েছে যাতে তারা রাধীন রাষ্ট্র

ইসরাইলের তীব্র বিরোধীতার কারণে তা সম্ভবপর হচ্ছে না। আর এ বিষয়ে ইসরাইলকে অমানবিক ভাবে মদদ দিয়ে চলেছে মানবতার শত্রু বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদের দলবল মার্কিন প্রশাসন। জন কেরি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দেওয়া এই হুমকিই প্রমাণ করছে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসুক মানবতার দুঃখময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তা চাইনা। তারা মুসলিম সাম্রাজ্য তথা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে শত্রু প্রটেন ও ইউরোপীয়রা তো ইহুদি নামক অভিশপ্ত জাতিকে জোর করে মধ্যপ্রাচ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম দিয়েছে। আর আমেরিকা তাকে লালন পালন করে বড়ো করে তুলছে। যাতে করে এই অভিশপ্ত জাতির রাষ্ট্রকে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিঘ্নিত করা যায় এবং মুসলিম নিধন করা যায়। এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামনে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকছে না। আর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। কারণ, যেখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যখন শান্তি আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজের সহায়তার তাদের ন্যায় দাবি আদয়ে সচেষ্ট হচ্ছে তখন ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তার দলবল আমেরিকা ফিলিস্তিনকে নানাভাবে বিরোধীতা করেছে। এমনকি হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। আমেরিকা ও ইসরাইল জানে ফিলিস্তিনিদের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে এনে সমাধানের চেষ্টা করলে ইসরাইলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। কারণ গড়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। আমেরিকা তার দেশের অভ্যন্তরীণ ইহুদি লবির চাপে হোক আর মুসলিম বৈরিতায় হোক তারা সবসময়ই ইসরাইলের অর্থনৈতিক দাবির পক্ষে হয়েই সওয়াল করবে। রাধীন ফিলিস্তিনি তারা কখনোই চাইবে না যেটা ফিলিস্তিনি ভালো ভাবেই জানে। ইসরাইলের মত আমেরিকাও যে ফিলিস্তিনিদের যোর শত্রু সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(তথ্যসূত্র- রেডিও তেহরান।)

## পাঠকের কলম

### কবি দেখে না, কবিতা দেখে

\*বঙ্গবন্ধুকে ভালো লাগার শর্তের সাথে আর একটি বিশেষ শর্ত সংযুক্ত হলোই ১৪২১ সালের কার্তিক ১৬-৩০ তারিখের প্রকাশিত \*কবির মজলিস\* বিভাগের ৩য় কলমে প্রদত্ত যোবনাটি পাঠ করে। কবিতা বিভাগের ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টির যোবনাকে দাম মান না দিয়ে আর পারাই গেলে না। কবির মজলিসের ক্ষেত্রে যেমন বিচারের দৃষ্টি প্রযোজ্য, ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য সাহিত্য বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলবে \*বঙ্গবন্ধু\* অনেক মূল্যবান যথার্থ পত্রের স্বত্বাধীন দপ্তরমান হবে (ইনশাআল্লাহ)।

\*সাথে সাথে আমি পাঠক হিসাবে

বলতে চাই যে, নবাগত কবিদের কবিতাগুলির ভাল ভাবা ঠিক থাকলেও ছন্দঃ(লয় সফলিত গতি) বা মাত্রাগত ত্রুটি তারিখের প্রকাশিত \*কবির মজলিস\* বিভাগের ৩য় কলমে প্রদত্ত যোবনাটি পাঠ করে। কবিতা বিভাগের ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টির যোবনাকে দাম মান না দিয়ে আর পারাই গেলে না। কবির মজলিসের ক্ষেত্রে যেমন বিচারের দৃষ্টি প্রযোজ্য, ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য সাহিত্য বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলবে \*বঙ্গবন্ধু\* অনেক মূল্যবান যথার্থ পত্রের স্বত্বাধীন দপ্তরমান হবে (ইনশাআল্লাহ)।

কবিতা সঠিক ভাব ভাবায় ছন্দ ও মাত্রাজ্ঞানে লেখা হলে ও প্রকাশ হলে কিংবা প্রকাশ করলেই প্রকৃত পাঠক মহল ভাবে সে কবিকে নিয়ে। আর যদি তা হয়, তা হলে কবিতার মান হ্রাস হওয়ার সাথে সাথেই কবির দামমান মিলবে না। তৎসহ প্রকাশিত পত্রিকার উপরে বিজ্ঞ পাঠক-মহলের ধারণা হাল্কা হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলতে চাই- প্রকৃত কবি তৈরির উদ্দেশ্যেই কবিতার প্রকাশ ঘটুক পাক্ষিক বসন্তের (ছন্দঃ অর্থ- লয় সফলিত গতি\* লয় অর্থ- সমান সমান সময় \*মাত্রা অর্থ- স্রবের হ্রিতিকাল\* প্রকৃতিঃ...)

জনৈক পাঠক, হাড়েয়া, উত্তর ২৪ পরগণা।



## হিংসা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা —

একের পাতার পর-

অবশ্যই প্রকাশ করবেন। তবে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এনআইএ তদন্ত করে কিছুই পাচ্ছে না। মিডিয়ারা রাজ্যে একটি হিংসা ও সাম্প্রদায়িক সরকারকে ক্ষমতায় আনতে চাইছে।

মাওঃ কামারজ্জামান বলেন, মিডিয়ারা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর কণাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইছেন, তৎকালীন সময়ে রাজ্যের মিডিয়ারাও বুদ্ধদেব বাবুর কণাকে প্রমাণ করতে পারিনি, কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার

উদ্দেশ্য সূনাগরিক তৈরী করা, দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় যে সমস্ত মুসলিমরা ছিল তারা প্রত্যেকেই মাদ্রাসার ছাত্র।

বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের নিকট একটি স্বাক্ষরিত প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান থেকে ঘোষনা করা হয় যে, আগামী দিনে যদি এই মিথ্যা ও অপপ্রচার বন্ধ না করা হয় তাহলে আমরা রাজ্য ছড়ে মিডিয়াদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে বাধ্য হব।

## কাশ্মীর জয় করতে মরিয়া বিজেপি, দিবাস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন ওমর

বঙ্গনূর রিপোর্টার- জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। তারা এই রাজ্যের ৮৭ টি আসনের মধ্যে ৫০টি



আসনের লক্ষ্য নিয়ে এগোলেও ৪৪টি আসন পাওয়ার আশায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং চলতি নভেম্বর-এ এই রাজ্যে সফরে গেছেন। নির্বাচনী সভায় গিয়ে মোদী আবেদন করেছেন রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য। তিনি বলেছেন, 'আমি এই রাজ্যকে ভালোবাসি, এ জন্য এতবার কাশ্মীরে এসেছি।' মোদী সরাসরি আবদুল্লাহ এবং মুফতি পরিবারের নাম করে বলেন, 'দুটি পরিবারই এ রাজ্যকে লুট করছে। এদের ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে। এবারে ভোট এটাই হবে এদের শাস্তি।'

মৌদীর এসব বক্তব্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, 'এসব

আমাদের ক্ষমতায় রাখবেন না। তাদের হৃদয়ের সমর্থন নিয়েই আমরা জিতে আসি। এটি দিলেন আলোর মধ্যে স্বচ্ছ এবং প্রমাণিত।'

এদিকে, ওমর আবদুল্লাহ বিজেপির ৪৪টি আসন পাওয়ার আশাকে 'দিবাস্বপ্ন' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিজেপির নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'দেশের একটি শক্তি মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করে দেশভাগের চেষ্টা চালাচ্ছে।' রাজ্যের বিরোধী দল পিডিপি পাটি মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বলেও সমালোচনা করেছেন তিনি।

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও অভিযোগ করেছেন, 'বিভাজনের রাজনীতি করে বিজেপি দেশভাগ করতে চাইছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত।'

## গুরু রামপালের আশ্রমে যা পাওয়া গেল

বিপ্লব- গুরু রামপালের আশ্রমে অস্ত্রাগার ও বিতর্কিত বহু জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২১ নভেম্বর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, পেট্রোল, বোমা, মরিচের গুড়ার গ্রেনেড ও গর্ভ পরীক্ষার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রামপালের স্যাটলক আশ্রমে অভিযান চালিয়ে হরিয়ানা পুলিশের বিশেষ তদন্ত দল এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করে। হরিয়ানা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, আশ্রম থেকে তিনটি রিভলবার, ১৯টি এয়ারগান ও বিভিন্ন রকমের ১০৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো আশ্রমের দুটি গোপন কক্ষ আলমারি ও ব্যাগে সুরক্ষিত ছিল।

তল্লাশির সময় আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে রামপালের একটি আসন খুঁজে পায় পুলিশ। গোপন কক্ষ দুটি রামপালের আসনের নিচেই নির্মাণ করা হয়।

রামপালের অনুসারীদের বরাতে দিয়ে পুলিশ জানায়, কাচের তৈরি একটি বুলেট প্রফ কক্ষের একটি ব্যক্তিগত চেয়ারে বসে নিজস্ব বাহিনী বৈশিষ্ট্য অবস্থায় ভক্তদের উপদেশ দিত গুরু রামপাল।

আশ্রমের রয়েছে একটি বিলাসবহুল সুইমিং পুল ও ২৪টি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, গুরুর সেবার জন্য তৈরি বিশেষ একটি বিছানা ও প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে 'অ্যাটচড বাথরুম'। শুধু তাই নয়, ভক্তদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরাও (সিপিটিভি) রয়েছে সেখানে। একসঙ্গে ১ হাজার পাউরুটি তৈরির ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক বস্ত্র ও পাওয়া গেছে আশ্রমে।

বিশাল এ আশ্রমের প্রতিটি স্থানে তল্লাশি চালাতে আরও কয়েকদিন লাগতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

৬৩ বছর বয়সী গুরু রামপাল



গ্রেফতার হওয়ার পর ধর্মগুরু রামপাল



গুরু রামপালের আশ্রমের সেই বিলাসবহুল সুইমিং পুল

হরিয়ানার পানিসেচ বিভাগের প্রকৌশলি ছিল। দায়িত্বদীনতার অভিযোগে ২০০০ সালে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর একসময় নিজেকে গুরু হিসেবে দাবি করে সে। ২০০৬ সালে গুরু রামপালের অনুসারীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার জমিনে ছিল সে। মামলার গত ৪ বছরে ৪৩ বার আদালতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আদালতে

উপস্থিত করতে ১৮ নভেম্বর পুলিশের প্রতি নির্দেশ দেন হরিয়ানার একটি আদালত। ওই দিন দুপুরে তাকে ধরতে পুলিশ আশ্রমে গেলে রামপালের নিজস্ব বাহিনী পুলিশকে আশ্রমে ঢুকতে বাধা দেয়। তারা নিয়ে পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫ জন মারা যান এবং ৭০ সাংবাদিক সহ কয়েকশ' আহত হন।

## ‘খাগড়াগড়ে’ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কে?

## জঙ্গি না কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘র’: প্রশ্ন মমতার

বিপ্লব- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী খাগড়াগড় বিস্ফোরণের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ দায়ী কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন। ওই বিস্ফোরণের পেছনে

মমতা বানার্জী সীমাস্থে অনুপ্রবেশ বন্ধ কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বিএসএফকেও অভিব্যক্ত করেন। তিনি এদিন প্রশ্ন করেন, ‘ওই ব্যক্তি বর্ধমানে

চলেছে। খাগড়াগড় কাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গত মে মাসে এখানে এসে উনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হবে। এর পর জন মাসে ওই লোক (খাগড়াগড় কাণ্ডের নায়ক যাকে বলা হচ্ছে) বর্ধমানে এলো।’

কালোবন ও টু-জি তদন্তে সক্রিয় রোহি যে ভাবে সিপিআইয়ের প্রধানকে ভৎসনা করেছেন, তার উল্লেখ করে মমতা বলেন, এর পর সিপিআইয়ের তো আর থাকই উচিত নয়। তার কপার, ‘নতুন কোন সংস্থা হোক। তা কিন্তু আরএসএস মার্কি লোক দিয়ে চালানো যাবে না।’



বিজেপি নেতৃদ্বয়ী এনডিএ সরকারের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। গত ২২ নভেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বক্তৃতাকালে তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিন তিনি কিন্তু কঠোর বলেন, ‘জঙ্গী, না কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘র’-কে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তা-ও দেখতে হবে।’

বিজেপি নেতৃদ্বয়ী উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘দুই মশলা নিয়ে লোক চোকায়ে, ভুলড়ি ফাটবে, আর আমার দোষ হয়েছে বললে!’

এদিন সভায় তৃণমূল নেত্রী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বড়বস্ত্র করেই

অল ইন্ডিয়া সূন্যত অল জামায়াত জগন্নাথপুর অফিস শাখার পরিচালনায়—

ইসলামিক

সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ ও পবিত্র ইসলামী ধর্মসভা

ইসলামিক

পবিত্র ইসলামী ধর্মসভা

২৮ ও ২৯ অগ্রহায়ণ-২১ (ইং- ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর-১৪) মঙ্গলবার ও বুধবার

দক্ষিণ দিয়াড়া ফুটবল ময়দান প্রাঙ্গণ, সময়- বাদ মার্গরিব হইতে

সভাপতি- আলহাজ্ব হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব

উপস্থিত থাকবেনঃ- \* শাহ সুফি হজরত মাওঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব, \* হজরত মাওঃ নুফতী আব্দুল কাইউন সাহেব- ডাইরেক্টর- জামিয়া রহমানিয়া \* হজরত মাওঃ ইব্রাহিম সাহেব, বর্নগা, \* হজরত মাওঃ আব্দুল নাজিম সাহেব, সম্পাদক- বঙ্গনূর পত্রিকা \* হাফেজ ক্বারী মোজ্জাফফার হোসেন সাহেব, সদস্য- নাগরীবি বাঙ্গল আঞ্জুনায়ে অয়েজিন \* হজরত মাওঃ আব্দুল হাই সাহেব- শিক্ষক দঃ শিনুলিয়া মাদ্রাসা \* সনগ্রহ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন বঙ্গনূর পত্রিকা অফিসের অফিস সেক্রেটারী তরিকুল ইসলাম, এছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত থাকবেন।

আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণে

মোবাইল মোবাইলিগা প্রত্ন ঘটিও

বাগতানা বাতায়, বাতায়না মোড়

বাড়িডিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

গোপ- ঘাটিকুল মণ্ড

ফোন নং- ৯৮৩৬৩৬৩৬৩৬

এখানে সমস্ত কোম্পানির মোবাইল হাউসে এবং মোবাইল সরঞ্জাম সঠিক দামে বিক্রয় করা হয়।

বিস্তার- অল ইন্ডিয়া সূন্যত অল জামায়াত অনুমোদিত অডিও এবং ভিডিও সংরক্ষণ কেন্দ্র। যে কোন ইসলামিক গোষ্ঠার অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন।



## আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিমরা

বঙ্গবন্ধু ডেঙ্ক- কলম্বাস নয় আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিমরা; তুরস্কের খ্রিস্টেডেন্ট রিসেস তথ্যাদি এরাঙ্গানো এ মন্তব্য করছেন। তিনি বলেন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার পা রাখার প্রায় তিন শতক আগে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিমরা আবিষ্কার করে আমেরিকা। এ খবর দিয়েছে বার্টা সংস্থা একফপি। ইস্তাতুলুনে লাতিন আমেরিকার মুসলিম নেতাদের এক সম্মেলনে তিনি বলেন, লাতিন আমেরিকা ও ইসলামের যোগাযোগ অনেক আগে থেকে, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মুসলিমরা ১১৭৮ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস নয়। মুসলিম নাবিকরা ওই পর থেকে আমেরিকার আসা শুরু করে। তিনি আরও বলেন, ক্রিউবার উপকূলে একটি পাহাড়ের ওপর একটি মসজিদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছিলেন কলম্বাস। এরপর লাতিন আমেরিকা মুসলিমরা আবিষ্কার করেছিলেন।

নিয়োগিতেন। এ বিষয়ে তিনি ক্রিউবার সঙ্গে আলোচনা করতেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওই পাহাড়ে একটি মসজিদ চমৎকার মানাবে। প্রচলিত ইতিহাস এই অনুযায়ী, আমেরিকা মহাদেশ কলম্বাস পা রাখেন ১৪৯২ সালে। ভারত পর্যন্ত নতুন একটি নৌপথ খুঁজতে গিয়ে তিনি ওই ভূখণ্ডের সন্ধান পান। উল্লেখ্য, মুসলিম বিদ্বানদের স্বরসংখ্যক সম্প্রতি বলেছেন, আমেরিকা মহাদেশ আগে থেকে মুসলিমদের পদচারণা ছিল। যদিও কলম্বাস পূর্ব যুগের কোন ইসলামি নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ এখনো পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বিতর্কিত একটি প্রবন্ধে ইতিহাসবেত্তা ইউসেফ মৌসেহ কলম্বাসের ডায়েরিতে একটি লেখার উদ্ধৃতি দেন। সেখানে কলম্বাস ক্রিউবারে একটি মসজিদের কথা বলেছেন। তবে কলম্বাসের লেখা ওই অনুচ্ছেদটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীক নির্দেশক হিসেবে ধারণা করা হয়ে থাকে।

## ইসরাইলি মন্ত্রীসভায় 'ইহুদি রাষ্ট্র' বিল অনুমোদন

বঙ্গবন্ধু ডেঙ্ক- ইসরাইলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে দেশটির মন্ত্রীসভার গত ২৩ নভেম্বর একটি বিল পাস করা হয়। তেরজন মন্ত্রী ও পশ্চিমতীরে অব্যাহত উত্তেজনার মতোই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিতর্কিত এই বিলে ইসরাইলকে 'ইহুদি রাষ্ট্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইল সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বিরোধীরা বলেছে, এর ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ইসরাইলের পরিচিতি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ক্ষয় হবে। এদিনকার এক বৈঠকে এই আইনটি অনুমোদন লাভ করে। মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যই বিরোধীদের মতে, নতুন এই আইনটি পাস হলে তা কেবল ইহুদিদের 'জাতীয় অধিকার' সংরক্ষণ করবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়। অপরদিকে কয়েকটি অধিকার গ্রন্থ আইনটির তীব্র নিন্দা করে এসে 'বৈষম্যমূলক' বলে অভিহিত করেছে।

প্রদত্ত, ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ হচ্ছে আরব মুসলিম ও

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৪-৭ ভোটে বিলটি পাস হওয়ার পূর্বে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ ও বিচারমন্ত্রী জিপি লিভনিসহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ বিয়োগ আনোচনা হয় বলে জানা গেছে। যদিও এ বিলটি আইনে পরিণত হতে ইসরাইলের জাতীয় আইনসভা কনসেটের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে তারপরও এটি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে, পাশাপাশি ইসরাইলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনেক সমালোচকের মতে, এটি ইসরাইলের যাবিদার বৈষম্যকে দুর্বল করে দেবে। হিব্রু সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসরাইলের আর্টিফিচিয়াল জেনারেল এন্ড ওয়েনসিন এ আইনটি নিয়ে বেশ উদ্ভিগ্ন। তিনি মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যের কাছে তার প্রতিজ্ঞায় বলেছেন, এ আইনটির ফলে ইসরাইলের ইহুদিবাদী চরিত্র প্রকট হবে আর এতে করে দেশটির গণতান্ত্রিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

## ২০২০ সালের মধ্যে ২০০ পরমাণু অস্ত্র

## মজুত করবে পাকিস্তান: আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র

বঙ্গবন্ধু ডেঙ্ক- চুপিসারে এবং দ্রুতগতিতে পারমাণবিক অস্ত্র বানাচ্ছে এমন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান। ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি অস্ত্র ২০০ পরমাণু অস্ত্র মজুত করবে। এমনটাই মনে করছে মার্কিন চিন্তাবিদরা। পাকিস্তানকে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাধা দেয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অন কন্সেন রিলেশনস (সিএফআর) বলেছে, 'পাকিস্তান যে পরিমাণ ফিউশনযোগ্য জ্বালানী মজুত করছে, যদি তারা অস্ত্র বানাতে ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি ২০০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ফেলবে।' এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন জর্জ ম্যানসন ইউনিভার্সিটির গ্রেগরি কলেনহেড। 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাভিলিটি ইন দ্য সেকেন্ড ইউজার্স এইজ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে এশিয়ায় 'সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ' অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অমীমাংসিত ভূমি সমস্যা, সীমান্ত সঙ্কট ইত্যাদির পাশাপাশি সশস্ত্র পারমাণবিক শক্তিকে এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মন্তব্য করা হয় ওই



প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, যুদ্ধবিমান, বালিস্টিক মিসাইল ও ক্রুজ মিসাইলসহ পাকিস্তান ইতিমধ্যে ১১টি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে বা করছে। সিএফআর বলেছে যদিও ভারতকে মোকাবিলায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে পাকিস্তান, তবুও এটা শুধু ভারত-পাকিস্তানের বিষয় নয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ও মাথা ঘামানোর আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি বা মজুত

পাকিস্তানকে বাধা দেয়া। সিএফআর বলেছে, এজন্য একটি সেনা অভিযানও পরিচালনা করা উচিত যুক্তরাষ্ট্রের। পাশাপাশি সিএফআর এও বলেছে, ভারত ৯০-১১০টির পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ইতিমধ্যে তৈরি করেছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে দেশটি। ওদিকে চীন ইতিমধ্যে আড়াইশ পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়েছে বলে ধারণা সিএফআরের।

## ইউপিএ'র জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো

## বন্ধ করতে চান মোদী: সোনিয়া গান্ধী

বঙ্গবন্ধু নিউজ- দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-এর কয়েকটি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চান নরেন্দ্র মোদী এমন অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রীর কড়া সামলোচনা করলেন সোনিয়া গান্ধী। ২৩ নভেম্বর ডালটনগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, 'তিনি (মোদী) স্বপ্নের সওদাগর। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। তার মারাজালে তাই আপনারা আটকে যাবেন না।' গত লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদীকে 'সওদাগর' (মুতুর সওদাগর) বলে অভিহিত করতেন সোনিয়া গান্ধী। সেসময় তিনি গুজরাটে গোদরা ঘটনার কথা তার জনসভাগুলোতে উল্লেখ করতেন। দুদিন আগেই এই ডালটনগঞ্জে জনসভায় মধ্যে উঠেই সাবেক ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে বিতর্ক অভিযোগ করেছিলেন মোদী। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'ওই সরকার শুণ্ড বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কাজের কাজ কিছুই করেনি।' পাল্টা জবাবে এদিন সোনিয়া গান্ধী ইউপিএ সরকারের প্রকল্পগুলোর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'গরিব

মানুষের জন্য লাগু আইন, ভূমি অধিগ্রহণ আইন তৈরি করেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার। মোদী এখন এসব বন্ধ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী মোদী পুঞ্জিভিদের বন্ধ। স্বপ্নের আশ্বাস দিচ্ছেন। তা কখনও পূরণ হবে না। প্রয়োজনে তাকে আপনারা পাশে পাবেন না। থাকবে শুণ্ড কংগ্রেসেই।' ২২ নভেম্বর পলামুর পার্কেই একই ভাষায় নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। এদিন রাহুলের কথার বেশ ছিল কংগ্রেস সভানেত্রীর বক্তব্যতেও। সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার মোদীর কথায় চলে। অন্য কারও মতামতের কোন গুরুত্ব সেখানে নেই।' পলামুরে অতীতের বিধাসভা নির্বাচনে ডালটনগঞ্জ, বিশ্রামপুর আর ভবনাথপুর আসন জিতেছিল কংগ্রেস। এবার পার্কির নির্মলীয়া বিধায়ক বিদেহ সিং কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সেজন্য পলামুর ৯টি বিধানসভা আসনে জয়ের প্রতীতি নিচ্ছে কংগ্রেস। বিজেপিকে সহজে ছাড় দেবে না দলীয় নেতৃত্ব। অস্পষ্ট হয়েছে রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর জনসভাতেই।

## অন্ধকার গভীর

## ড্রেনে ৫ দিন, উদ্ধার

## হলো নবজাতক

বঙ্গবন্ধু ডেঙ্ক- ৮ ফুট গভীর একটি ড্রেনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল নবজাতকের কান্না। রাহুলের পাশ দিয়ে বাওয়ার সময় দুই সাইকেল আরোহী শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে ধমকে দাঁড়ান। পরে সেই ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় ফুটকুটে এক নবজাতককে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঘটেছে এই ঘটনা। ৫ দিনের বেশি সময় ধরে ড্রেনে পড়েছিল শিশুটি। মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয় এবং এখন তার অবস্থা মোটামুটি ভালো।

পুলিশের ধারণা, শিশুটি মাত্র কয়েকদিন আগে জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মের পর তাকে কবল দিয়ে মড়িয়ে সড় ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। শিশুটির ২০ বছর বয়সী তরুণী মা-কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে ওই নারীর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

## সোনিয়ার

## স্বীকারোক্তি

বঙ্গবন্ধু নিউজ- জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষমতাসীন জোটের শরীক হওয়ার স্বপ্নেও কংগ্রেস সেখানকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। সোনিয়া গান্ধী কাশ্মীরের বন্দিপোরা এলাকায় আসন নির্বাচন উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। গান্ধী পরিবারের উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে এ সময় সোনিয়া বলেন, কাশ্মীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ১০০ বছরের পুরনো। সম্পর্কের টানেই তিনি এখানে এসেছেন। সাম্প্রতিক বন্দিার সময়কাল জ্ঞান তৎপরতা নিয়ে বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করেন সোনিয়া।

| পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড<br>(প্রথম পর্বের পরীক্ষা: ২০১৪-১৫)<br>পরীক্ষার রুটিন |                     |   |                                     |                       |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  | সোমবার<br>১৮-১২-১৪  | মঙ্গলবার<br>১৯-১২-১৪                    | বুধবার<br>২০-১২-১৪                  | বৃহস্পতি<br>২১-১২-১৪  |
| অগ্নি-৪  | ১। গান<br>২। উলু    | ১। ফেব্রু<br>২। মাদেক                   | ১। আরবী আলব<br>২। বালা বাত          | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| পাঞ্জাব-১  | ১। গান<br>২। সফর    | ১। ফেব্রু<br>২। মাদেক<br>৩। হারি        | ১। আরবী আলব<br>২। ইব্রা<br>৩। গণিত  | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| চাহর-১   | ১। গান<br>২। সফর    | ১। ফেব্রু<br>২। হারি<br>৩। মাদেক        | ১। আরবী আলব<br>২। ইব্রা<br>৩। গণিত  | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| সুওন-১   | ১। গান<br>২। সফর    | ১। ফেব্রু<br>২। গণিত<br>৩। মাদেক        | ১। আরবী আলব<br>২। ইব্রা<br>৩। মাদেক | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| দুওন-১   | ১। গান<br>২। সফর    | ১। ফেব্রু<br>২। ফরসী<br>৩। নামাজ শিক্ষা | ১। আরবী আলব<br>২। ইব্রা<br>৩। গণিত  | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| আওমাল-১  | ১। গণিত<br>২। ইব্রা | ১। ফেব্রু<br>২। হারিসিফল মুবতালি        | ১। আরবী আলব<br>২। নবীজের ইতিহাস     | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| জাওমাল-১   | ১। গণিত<br>২। ইব্রা | ১। ফেব্রু<br>২। ইয়াহাযাকালান রোরশান    | ১। আরবী আলব<br>২। কবি পরিচয়        | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |
| হাওমাল-১   | ১। গণিত<br>২। ইব্রা | ১। ফেব্রু<br>২। ইয়াহাযাকালান রোরশান    | ১। আরবী আলব<br>২। কবি পরিচয়        | ১। ইংরেজী<br>২। বাংলা |

### সাহাজান ফার্ণিচার

প্রোগ্রাম-আবু বকর সরকার

যোগাযোগ— ৯৮৩০২৮৩৯১০/৮৪২০৯৬১৬৬৪

নাসলপোতা স্টেশন বাজার (২১১ বাসস্ট্যান্ড), রাজারহাট

উঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এখানে আলুমিনিয়ামের খাটটিয়া, খাট, দরজা-জানালা বন্ধ সহকারে তৈরি করা হয়, অর্ডার ও দ্রুত ডেলিভারী পেতে যোগাযোগ করুন।

### আগনাদের সাদর আমন্ত্রণ



## খবর

### দরবেশ

প্রতিদিন পড়ি কত ঘটনার স্বর...  
সকালে পড়েছি, বেলা শেষে কবর!  
নাম করা যত পেপার রয়েছে দেশে,  
সব দামদাম মিলেছে ঠোঙায় এসে!  
শেরোচ্চি শাবার ফেলছে পথের মাশে-  
তিন চাক দিয়ে ক্রয় করেছি লেপেছে এমন কাজে।  
কিলোর ওজনে বিশ চাক মেলে দেখি-  
রিপোর্টার আর সম্পাদকের পায়ে মাড়ে সবে একি?!

কত জনা বোলা যতনে রেখেছে তুলি!?

কত কথা লেখা সবটাই গেছে তুলি।  
নেই যাতে কোনো সত্যের আলো গাথা...  
মিথ্যা বুলিতে ভরা আছে জানি যা।  
পায় নায়েব দাম হয় না কখনো সত্যের ইতিহাস...  
দেশদহ নিয়ে দিনে দিনে তারা করেছে সর্বনাশ।  
তারের চিনেছে নাগরিক যত কুটচালে যারা ভরা-  
আজ কল আর পরণতে জানি পড়বেই তারা ধরা।  
সাবধানবাধী অগ্রীম ভাবে প্রকাশ করছে কলি...  
মিথ্যুক যারা দুর্বল তারা ধরা পড়ে এই ছবি।  
পাক পরিষদ কল কলমের করে যারা মানহানী-  
তারের রাজা অন্ধকারেই হয় শুধু জানাজানি।  
আলোর জগতে মেলে নায়েব ঠাই নিশাচর প্রাণী হয়ে-  
আঁধার রাঙে করে দিচর, বানামো বাক্য করে।  
সত্যের আলো বেজায় ধারালো চলে যে সরল পথে...  
মিথ্যার যত আঁধার তাড়তে আসে তা উপর হতে।  
সূর্যের গতি কে- গো- গামায়ে? পৃথিবীর জনবল?  
সূর্য জ্বলজ্বল পড়েনি কোরানে? হবে সব রসাতল।  
বহুপাতের চিড়িক দেখেনি? বিদূষ চলে যায়.....  
আকাশে যখন ঝিলিক মারিয়া চোখ দুটি কলসায়-?!

কেন তবে বোলা এতো বীরদ্ব? কিসের অহংকার?  
পৃথিবী তোমার? দুনিয়া আমার? কে-এ জীবন হতে?!

আজ আছি আমি কল রবে নায়েব সব চলা হবে শেষ,  
কহারো হৃদয় মিলবে না আর পড়ে রবে এই দেশ।

‘বঙ্গবন্ধু’ কবি দেখে না। কবিতা দেখে।  
সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি  
বিশেষভাবে জানানো যাঁহেতেছে যে  
আপনারা অনলাইনে ই-মেইলের মাধ্যমে  
আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, প্রবন্ধ দ্রুত  
বঙ্গবন্ধু দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। যোগাযোগ  
প্রবন্ধ ও কবিতা অগ্রগণ্য।  
আমাদের ই-মেইল এড্রেস

banganur@gmail.com

এছাড়া বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত কোন ই-মেইল,  
আপনার এলাকার নিউজ এবং সওয়াল  
জওয়াব বিভাগে সওয়াল পাঠাতে এই  
একই ই-মেইল এড্রেসে মেইল করুন।

## কবির মজলিস

### আসল ঠিকানা

#### মহঃ ইউনুচ আলি, বাঁকড়া, কলুপাড়া

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,  
মৃত্যু ভাঙবে মোর এ রঙিন পরিচয়।  
সকল কামনা বাসনার শেষে,  
পৌছাতে হবে নতুন দেশে।  
আঁখির বাতি নিভিয়ে মনের বাতি জ্বলে-  
দিতে হবে পাড়ি কবর মঞ্জিলে।  
সকল সাধ, আশ্বাস, কামনা, বাসনা ছাড়ি,  
চল ওহে মুসল্লির দণ্ড পরপারে পাড়ি।  
এ বসন, এ বাল্যখানা, এ দুনিয়াধারী-  
সবই ছেড়ে চল পথিক তাড়াহাড়ি।  
সংসার, শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন-  
ফেলে রাখ হেথা যত প্রেম-প্রীতি, মেহ ভাঙ্গন।  
এসেছিলে খালি হাতে- যাইবেও তাই,  
জগৎ পেয়ে কনিষ্ঠের তরে কটালে সময় বুগাই।  
করলে ছলে- মিছে অভিনয়, ভালবাসা কলন্দ-  
মিছে যত দেখা, মিছে এ জগৎ বন্ধন।

### পাঠশালা

#### রাফিউন খাতুন, শিমুলিয়া (জীবনপুর)

পাঠশালা বড়ো একা  
ভবে সে নিজমনে।  
রহিবে বুলি চিরদিনের তরে,  
আসে সে জন তারিহি বুরকে।  
তার আশা পরিণত হয়,  
ক্রমে নিরাশতে।  
আসে যে জন তারিহি ধারে,  
নিজ প্রয়োজন মেটানোর তরে,  
স্বার্থ ফুরালে পরায়ন করে।  
পাঠশালা দুঃখে, অশ্রুভরা দুঃখান বলে,  
পাঠশালা শুধু যে বোকম তাই নয়, নিবেদিতও বটে।  
অবশেষে পাঠশালার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,  
ভাববেনা কখনও সে, সঙ্গীনি নিয়ে বেঁচে থাকার কথা।

### বিজ্ঞপ্তি

#### শিশুকবি

পাঠকদের প্রতি জানাই অভিনন্দন,  
করলাম অবহিত বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন।  
আমি কবি সাকিল ইসলাম,  
শিশুকবি নাম নিলাম ছদ্মনাম।  
লিখব আমি যা প্রবন্ধ-কবিতা,  
‘শিশুকবি’ নামে প্রকাশ হবে তা।  
হেয়ার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি দিলাম,  
ইতি কবি সাকিল ইসলাম।

### কমরেড তোমাকে

#### মোকতার হোসেন মণ্ডল

কমরেড, ভাববার দিন আজ বন্ধ  
পথে পথে বেঁধে মরে ভক্ত,  
মাঠ-ঘাট ভরা আজ শশানের গন্ধ  
আর কত চাও বলো রক্ত?

ভিটে মাটি সব চেয়ে বিপ্লব আনলে  
কেড়ে নিলে চোখ থেকে ধূম,  
পাশে বসে কতকাল হেথায়ত শুনলে  
আজ বলো ‘শরতানী ধুম’!

কমরেড তবের দিন আজ শেষ  
পালা বাটি নাও আজি ভরে,  
দেখিনা কী ঘটে শেষ মেশ  
তোকে আজ রেখে যেব চরে।  
তবের বালি বনে গেছে,  
প্রাণপণ শ্বেরে যাব আমি  
নদী তটে কথাগুলি রেখে।

### ঠিকানা

#### সফিয়া বেগম, হাড়েয়া

তোমার ঠিকানা পাইনি বলে-  
পথ চেয়ে বসেছিলাম বহু দিন ধরে,  
একা একা বসে কত দিন যে কেটেছে আমার!  
কখনো জানালা খুলে দাঁড়িয়ে.....  
অষ্টমির চাঁদের আলো পুকুরের জলে  
মেলেচ্ছিল তরঙ্গায়িত হতে।  
আহুত আহুত অন্ধকার নেমে আসত প্রকৃতিতে....  
দূর দূরস্থ থেকে শিয়ালের ডাক শুনতে শুনতে।  
গাছ গুলো সব স্থির হয়ে থাকত,  
জোনাকীরা সব সোপানোড়ে মিটি মিটি আলা জ্বলত।  
তখন হেনো ফুলের গন্ধে মনটা মেতে উঠত।  
আর স্মৃতিহার্য দিন গুলির কথা মনে পড়ত।  
তাইত তোমার ঠিকানা পাইনি বলে.....  
পথ চেয়েছিলাম বহু দিন ধরে।  
কখনো গজের বই, কখনো টিভি কখনো টেলিফোন  
কিছুতেই মন বসত না।  
তোমার ঠিকানা পাইনি বলে প্রবাসী বন্ধু আমার-  
আমি ভিলাম উদাস মন।

### তাহার ছোঁয়া

#### কবি-মুসাই শাখার একজন সদস্য

নিখিল রবি কিরণ করিল রশ্মি,  
তুমি আসবে বলে।  
পিপাসার দেশে মরুর বুকে ফুলি ফুল,  
তুমি আসবে বলে।  
নীল আকাশ আঁক-বাঁক ডিজনন করিল আঁরিই,  
তুমি আসবে বলে।  
অবোলা মৌমাছি গুণগুণিয়ে আনন্দে নেচে নেচে গান গায়,  
তুমি আসবে বলে।  
বহিছে শরতের হাওয়া উজাড় করিতে মন,  
তুমি আসবে বলে।  
পথের উপরে হেমাছের শিশিরে ঘাসগুলি বিছারো ডানা,  
তুমি আসবে বলে।  
বসন্তের কোকিলে কুহু সুরে ডাকিছে আমার,  
তুমি আসবে বলে।  
মরা গাঙে উঠিল জোয়ার মিলিতে মোহনায়,  
তুমি আসবে বলে।  
পুপ্পে পুপ্পে ভরে সাশী কৃষ্ণচূড়া বিছার দেখি,  
তুমি আসবে বলে।  
অন্ধ কবি আঁকছে ছবি আর লিখি কবিতা,  
তুমি আসবে বলে।  
শত বেদনা মুছিয়ে আজিই বৃষ্টিতে ভরেছে মন,  
তুমি আসবে বলে।  
শূণ্য মনে যত সাহসালো হরিয়া মন,  
তুমি আসবে বলে।  
জীবনের ডায়েরীতে পাতা বদলায়ে দিন গুলি,  
তুমি আসবে বলে।  
কবিতার ভাষা হারিয়ে আজি লিখি কেন মনেরই ভাষা,  
তুমি আসবে বলে।  
সময়ে জ্ঞানে ছুটিছে সবাই, তবে এ ভাবায় কেন অপেক্ষায়;  
তুমি আসবে বলে।  
বিধির লিখন লেখা আছে তবে কেন লিখি এমন কবিতা,  
তুমি আসবে বলে।

### বঞ্চিত মানুষের কবি

#### কবি মুসাফির

পিশের সকল অসহায় লালিত  
শোষিত, অত্যাচারিত, উৎপাদিত  
অবলেহিত, ব্যথিত ও বঞ্চিত  
মানুষের কবি আমি.....।  
যত অজ্ঞান, মূর্খ, অনাচার ক্রিষ্ট  
ভিয়ারী-ভিয়ারিণী, মুচি-মেগর,  
দরিদ্র- সবাই আমার ভাই;  
এই ভাবি আমি দ্বিপস্যামী....  
১৯৪৭ সালের পর যত প্রতিভা  
জন্ম নিয়েছেন এই সুজলা-সুফলা  
সোনার ভারতবর্ষে- সবাই যেন-  
স্বার্থপর আর আত্মস্বার্থী।

অল ইন্ডিয়া সুরাত অল জামায়াত বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক শাখার ডাকে

## হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ

০৭ ডিসেম্বর-১৪, (২০ অগ্রহায়ণ-২১) রবিবার

কাটিয়াহাট ফুটবল ময়দান, বেলা ২ টা থেকে .....

\* আলহাজ্ব হজরত মাওঃ মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব, ডাইরেক্টর-জামিয়া রহমানীয়া \* মাননীয় সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক-বিকিউজি এসোসিয়েশন \* মাওঃ কামারুজ্জামান সাহেব, সম্পাদক-সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন \* মাননীয় তুসার মণ্ডল মহাশয়, শিক্ষক- টাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশন \* মাওঃ আব্দুল মাতিন সাহেব, সম্পাদক- অল ইন্ডিয়া সুরাত অল জামায়াত \* মাওঃ সহিদুল ইসলাম, সহ সম্পাদক - অল ইন্ডিয়া সুরাত অল জামায়াত \* মাননীয় জ্যোতিন দাস মহাশয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী, কলকাতা \* মাওঃ সফিকুল ইসলাম সাহাজী সাহেব, সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড \* হাফেজ ক্বারী মোজাম্মার হোসেন সাহেব, সদস্য-মাগরীবি বাঙ্গাল আঞ্জামে অয়েজিন।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সমাজসেবী উলামা হজরতগণ উপস্থিত থাকবেন।

অভ্যর্থনায়- হাফেজ ওলিউল্লাহ,

সভাপতি- A.I.S.J বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক

বিনীত, আস্থায়ক-শহিদুল ইসলাম

সম্পাদক- A.I.S.J বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক

### বঙ্গবন্ধু কুইজ — ০৩

- ১। কোন বুদ্ধে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৃষ্ট মোবারক শহীদ হয়?
  - ২। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কতবার ইজ্জ করেন?
  - ৩। কুশাত জায়েম বাদশাহ ফিরআউনের আসল নাম কি?
  - ৪। মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন কোন দেরেস্তা প্রদান করেন?
  - ৫। কোন দেশের রাজধানীকে শান্তির শহর বলা হয়?
- উত্তর দিতে সরাসরি ফোন করুন ১০ ডিসেম্বর বুধবার ঠিক বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। ফোন নং- ০৩২১৬ ২৪২-০২২
- সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে প্রথম পাঁচজনের নাম ও ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।
- গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর—
- ১। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ২। হজরত আবুলকর সিদ্দিকী (রাঃ), ৩। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)/ হজরত ইউসুফ আঃ, ৪। আল খাওয়ারীজী ৫। ইরান।
- গতসংখ্যার প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তর দাতার নাম ও ঠিকানা—
- (১) আলফাজউদ্দিন, যাদবপুর, দেগুয়া, উঃ ২৪ পরগণা (২) নাসিম কুলকুল, সুলতানপুর, মিনারী, উঃ ২৪ পরগণা (৩) ইসমাইল মোল্লা, উত্তর মেদীপুর, বদরগাতি, উঃ ২৪ পরগণা (৪) মোছাঃ সাওদাতুনোসা, পানিতর, বদরগাতি, উঃ ২৪ পরগণা (৫) মোঃ শরিফুল হাতি, খাড়ায়া মন্ডারপুর, রাজারহাট, কলিকাতা।

**বিজ্ঞাপনের জন্য  
যোগাযোগ করুন**

কিছু বিজ্ঞাপনদাতা আপনি স্বাক্ষরিত  
বহুল প্রচারিত বঙ্গবন্ধু পত্রিকায়  
আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন।  
আপনার বিজ্ঞাপন এই পরিবার জীবন  
দিনে পেতে সাহায্য করবে।

**বিজ্ঞাপন ম্যানেজার—**  
ফোন নং- ৯৫৬৪৩০২৭৯৬

**Pakshik**

# BANGANUR

Sampadak- Abdul Matin ( Kaukepara "Berachampa Taki Road", Debalaya, Deganga, Uttar 24 Parganas, Pin- 743424, Pashchimbanga, Bharat) Pakshik Banganur Prakashani Hoite Mudrito O Haroa Khareje Madrasah Hoite Prokashito

e-mail- banganur@gmail.com, www.muslimofwestbengal.com

**এজেন্ট চাই!!!**

আপনি কি হাওড়া জেলায় বঙ্গবন্ধু  
এজেন্ট হতে চান, যোগাযোগ করুন-  
সাহাবুদ্দিন- ৯৮৩০৯৩২৫৪৫  
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এজেন্ট  
হতে যোগাযোগ করুন—  
বাহাউদ্দিন- ৮৯২৬০২৭৯৯২

## স্বলাত শব্দের ইতিবৃত্ত

মুক্কা মাওঃ আমীরুল ইসলাম

স্বলাতন শব্দটি ফারাসী শব্দ। যার অর্থ সলাত। আরবী ব্যাকরণগত ইহার শব্দ মূল হযা হু-দ-ম-ইয়া। স্বলাত বা স্বলাতুন শব্দটি মাদার জাওয়ান রূপে ব্যবহার হয়েছে। যার মৈলিক অর্থ হাত অনুগত করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা পড়া। এই স্বলাত শব্দের পূর্বে আকিম শব্দ সংযোজিত হয়ে ফারাসী শব্দের মধ্যে ১২ যার উল্লেখ করা হয়েছে। যার গুরুত্ব এক অত্যাবশ্যক বিষয় বলে বিবেচিত হয়। শব্দ-শব্দে পূর্ণ সুস্থ সমাজ গড়ার মূল স্বলাতের প্রতিষ্ঠা করার ভূমিকা অপরিসীম। যেহেতু ব্যক্তিগত সুস্থ সমাজ গড়ার কথা ভাবা যায় না। স্বস্থ-সুস্থ, যার ওপর এতখানি আমরা তাকে উপেক্ষা করে কুরিম নীতি অবলম্বন করে সমাজের সুস্থতা ও শান্তি-শৃংখলা বজায় করার অপেক্ষা করা বৃথা চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছি। আসুন আমরা স্বলাতটি কি দেখি আগে বুঝি।

**বহুত্বমি অর্থবোধ স্বলাত শব্দের অর্থভেদঃ**  
স্বলাত শব্দের মৌলিক অর্থ তে। আরবিতে স্বলাত। তাছাড়া আরো সাতিথি অর্থে স্বলাত শব্দটি ব্যবহারিত হয়। যথা ১ম- দয়া, অনুগ্রহ বা বিশেষভাবে অনুগ্রহ পূর্বক উচ্চ মূল্যের উন্নীত করা। ২ম- মাগেরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করা কিংবা মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করা। ৩য়- দরদ পাঠ করা নবীর প্রতি। অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর জন্য সর্বসম্মত সন্মানতা ও উন্নতির দরদন প্রার্থনা করা। ৪র্থ- সোয়া করা, ৫ম- সুপারিশ বা দ্বারা করা, ৬ষ্ঠ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরণ। ৭ম- স্বলাত মাস্কুতাহ অর্থাৎ গুপ্তগাননা নামাক।

**সপ্ত সুবি অর্থবোধক স্বলাত শব্দের স্বপক্ষে ফারাসী শব্দের মৌলিক অর্থ তে। আরবিতে স্বলাত। তাছাড়া আরো সাতিথি অর্থে স্বলাত শব্দটি ব্যবহারিত হয়। যথা ১ম- দয়া, অনুগ্রহ বা বিশেষভাবে অনুগ্রহ পূর্বক উচ্চ মূল্যের উন্নীত করা। ২ম- মাগেরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করা কিংবা মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করা। ৩য়- দরদ পাঠ করা নবীর প্রতি। অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর জন্য সর্বসম্মত সন্মানতা ও উন্নতির দরদন প্রার্থনা করা। ৪র্থ- সোয়া করা, ৫ম- সুপারিশ বা দ্বারা করা, ৬ষ্ঠ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরণ। ৭ম- স্বলাত মাস্কুতাহ অর্থাৎ গুপ্তগাননা নামাক।**

**আজাহর সম্মানীয় সৃষ্টিজীবের প্রণীতঃ—**  
**স্বাক্ষরিতঃ** মনুজাভাতী এবং জীন জাতিসে এক পত্রিকা স্বাক্ষরিত করা হয়।  
**ফেরেস্তা:** নূরের তৈরী, যাদের নিষ্পত্তেদ নেই। যাদের আহার-বিহার-সৌন্দর্য্য জীবন নেই। যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে।  
**সেবকমার:** আজাহরপাদের বঙ্গম পালন করাই

তাদের শারীর্য ও কর্তব্য। যাদের পাপের প্রকলতা বহুতে কিছুই নেই (ব্যতিক্রম)।  
**জীন:** আওন থেকে তৈরী, যাদের নিষ্পত্তেদ আছে। যাদের বশবিকার পরম্পরা আছে। যাদের অহার-বিহার-সৌন্দর্য্য জীবন সবই আছে। যারা বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছারূপে ধারণ করতে পারে। প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ভাঙ্গা মঙ্গ উভয় শব্দের প্রকলতা আছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত মঙ্গ শব্দের প্রকলতা বেশী।

**মনুজাভাতী, মুস্তফা (নিঃস্বাস) থেকে তৈরী।** যাদের আহার-বিহার-সৌন্দর্য্য জীবন, বশবিকার পরম্পরা আছে। নেই শুধু তাদের ইচ্ছামত রূপ ধারণ করার ক্ষমতা। সৃষ্টিগত মর্যাদা সম্পন্ন। সুস্থিত শক্তি, জ্ঞান লাভ ও মনোর ভাব বিশেষ ও প্রকাশ ক্ষমতা যাদের আছে। প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ভাঙ্গা-মঙ্গ শব্দের প্রকলতা আছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভাঙ্গা শব্দের প্রকলতা বেশী।

**নূর মোহাম্মাদী ও বাহারিহিয়াত**  
**মনুজাভাতী, নূর মোহাম্মাদী (সাঃ),** যার সৃষ্টিগত প্রকৃতিগত মৌলিক অর্থ তে। আরবিতে স্বলাত। তাছাড়া আরো সাতিথি অর্থে স্বলাত শব্দটি ব্যবহারিত হয়। যথা ১ম- দয়া, অনুগ্রহ বা বিশেষভাবে অনুগ্রহ পূর্বক উচ্চ মূল্যের উন্নীত করা। ২ম- মাগেরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করা কিংবা মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করা। ৩য়- দরদ পাঠ করা নবীর প্রতি। অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর জন্য সর্বসম্মত সন্মানতা ও উন্নতির দরদন প্রার্থনা করা। ৪র্থ- সোয়া করা, ৫ম- সুপারিশ বা দ্বারা করা, ৬ষ্ঠ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরণ। ৭ম- স্বলাত মাস্কুতাহ অর্থাৎ গুপ্তগাননা নামাক।

**এবার স্বলাতের তত্ত্বভেদঃ** স্বলাত শব্দটি যখন আজাহর পক্ষ থেকে সাধারণ ব্যাপার প্রতি বর্তাবে তখন তার অর্থ হবে অনুগ্রহ বা দ্বারা করা। উদাহরণ, ফারাসীর আহার- "উদাহর আহারহিম" স্বলাত অ-তু-মির রক্ষিহিম অ-রহমাহ অউদাহর-কমলা মুহুদতুন। (সুখা বাক্যারহ, ১৫৭ নং আয়াত)

আয়াতের অর্থ- তারা এমন যোক যাদের প্রতি তাদের গভুর পক্ষ থেকে বর্ষিত হয় বিশেষ অনুগ্রহ ও দ্বারা এবং তারা ইচ্ছাযে (পথগত) গন্তব্য।  
আলোচ্য আয়াতে "স্বা-তুন" শব্দটি "স্বা-তুন" শব্দের ক্ষয়বাক্য রূপ। যার অর্থ আশীর্বাদ করা। বিশেষভাবে (যোগ্যতার মূল্য দিয়া) দ্বারা করা। বিশেষভাবে সন্মান উন্নীত করা বা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া। যখন স্বলাত শব্দটি আজাহর পক্ষ থেকে বিশেষ বা দ্বারা বা রসুল (সাঃ)-এর উপর বর্তাবে তখন তার অর্থ হয় দরদ শরীফ পাঠ করা (মবীর সাঃ উন্নীত ও সার্বিক সন্মানতা কামনা)।

তিনিই অর্থের উদাহরণ একই সঙ্গে- "ইয়াহ-হা আমানা-ইসাতই মুব্বনা আল্লাহবি ইয়া আইহ হায়াবীনা আ-মানু স্বল্প আল্লাহিহ অসালিমুতাসলীম।" ফারাসীর এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, নিম্নের আজাহরপা (তার) নবীর প্রতি অনুগ্রহ করুন, এবং আজাহরপাদের ফেরেস্তারা নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করুন। যে মোমেন বা দ্বারা (তাদের) নবীর প্রতি দরদ পাঠ কর (অর্থ) নবীর জন্য সার্বিক সন্মানতা ও উন্নতির কামনা কর। (শিখ পাঠক আলোচ্য আয়াতের মধ্যে আজাহর ফেরেস্তা আশীর্বাদ বা দ্বারা ও ফেরেস্তাদের ফেরেস্তা বৃদ্ধির কামনা করা ও মোমেনদের

ফেরেস্তাদের পাঠ করার অর্থ বর্ষিত হয়েছে।  
**জতী ও সুস্থির পার্থক্যঃ** শিখ পাঠক একই কথা আজাহর সুস্থির ভাবে বুঝে নিতে হবে, গভুর ও ভুতোর মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে তদাপেক্ষা অনন্যভাবে অহরানাকার সুস্থিকারী আজাহর ও তার সুস্থি মনুজাভাতী, ফেরেস্তা ও জীন সম্পদ্যায় প্রত্যেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বিশেষ ব্যবধান রয়েছে। সুস্থিকারী সঙ্গে সুস্থির কোনক্রমে তুলনা করা যায় না। যার না। সুতরাং নবীর প্রতি আজাহর স্বলাত পড়া মান আশীর্বাদ করা, আর আশীর্বাদ করতে পারো কোন গন্তব্য পুরস্কার দিতে দ্বারা করা বোধহয়।

**মোমেন অর্থ স্বলাতের ব্যবহারঃ** একজন সাধারণ মোমেনের পক্ষ থেকে আর একজন মোমেনের উপরে স্বলাতের ব্যবহার হলো পিতা বাহারিহিয়াতের দিক থেকে — (মনুজাভাতীগত) নবী সাঃ-এর পক্ষ থেকে সাধারণ মোমেন মোসলমান-এর প্রতি স্বলাত বর্তাবে তার অর্থ হয় সোয়া করা।

স্বলাত জানাযা উদাহরণ, ফারাসীর আয়াত- সুরা তওবা ৮৪নং আয়াত—“অলা-তুহরী আল-আহাউম্ মিনহুম মাআ আবালন অলা-তাপুম আল-কুরবী। ইয়াহুম কফলর বিলা-ই অরসুলী অলা-তু অহম ফাসিলহ।” — তুমি তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর ওপর (কোনো) নামাক পড়বে না এবং ওর কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা তো আজাহর ও তার রসুলকে অস্বীকার করেছিল। আর সত্যতায় অস্বীকার ওদের মৃত্যু হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে "আতুহরী" কথা বলে জানাযা নামাহের মাধ্যমে দেয়া ফেরেস্তা বলে মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। আর ইয়াহুম (আঃ) নবী ছাড়া কোন নবীর জন্য অনুমতি দেখি যে কবরের পাশে গিয়ে তবু দেয়া করবে।

**সুপারিশ বা দ্বারা করার অর্থ স্বলাতঃ—**  
(সুরা তওবা, ১০৬ নং আয়াত) —“ফারিম্ আমহ-লিহিম দদাকাতান তুতহরীকহুম অতুহরীকহিম বিহ। অহরি আল্লাহিহ ইয়া স্বলাতুশা সাকনুন লাহম। অলা-হ সামিউন আলীম।” — তুমি ওদের সম্পদ থেকে দক্ষা (প্রায়শ্চিত্ত) সুখে নিয়ে নাও, যদ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি ওদেরকে আশীর্বাদ কর/ওদের জন্য সুপারিশ কর। তোমার আশীর্বাদ তো ওদের মনোর জন্য অক্লান্ত। তোমার সুপারিশ (তাদের ক্ষমার্থে) ওদের মনোর স্বাস্থ্যদায়ক হবে। আলোচ্য।

আয়াতের মধ্যে স্বলাত শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় শব্দ যার অর্থ তুমি সুপারিশ কর মানবীয় ও শ্রেষ্ঠা ভিত্তিতে। কিংবা আশীর্বাদ/দ্বারা কর (তাদের ক্ষমার্থে) ঈশ্বরীয় ও শ্রেষ্ঠা ভিত্তিতে। আমি আশেই বলাহিরসুল (সাঃ) বাহার ও নূর উভয় বৈশিষ্ট্যের চারিত্রে গতি। সুতরাং অর্থগত দুই রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিম্নে বর্হিত্ত নয়।

**কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভঙ্গি অর্থ স্বলাতঃ—**  
(সুরা নূব, ৪১ নং আয়াত) —“আমাম তারা আজাহর মুসালিকর লাখ মান কিস সামা-অ-তি অনু আরবি, অহরহর স্বলানতিন। মুহুন রদ আল্লাহ স্বা-তাহ অতাসবিহাহ, অলা-হ আলীমুম বিমা ইয়াফআন।” — তুমি কি দেখ না যে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা ও উদ্ভূত পক্ষ/ভঙ্গি তো। আর ওর যা করে সে বিষয়ে আজাহর ভাঙ্গা করেই জানে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে "স্বা-তাহ" শব্দটি মর্যাদা বৃদ্ধি পদ্ধতি অর্থ ব্যবহারিত হয়েছে। এক কথায় "স্বালাহা" বীন আর মানুয ছাড়া আর যেসব জীব-জন্তু সারা বিশ্বে আছে সবাই আজাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা স্বলাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

**নামাজের অর্থ স্বলাতঃ—** (সুরা বদ, ১১৪ নং আয়াত) —“আল্লাহর (বীন ও ইনসান) মানুষের পক্ষ থেকে গভুর (আজাহর) উপেক্ষা স্বলাত শব্দটি ব্যবহারিত হলে তার অর্থ হয় নামাজ। বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন জীবীর পক্ষ থেকে গভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভঙ্গি নামাক। শিখ নিম্নলিখিত সোয়া কলাম নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশেষ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বলম্বনের মাধ্যমে গভুর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে নামাক বলে। উদাহরণ — “আরিসিম স্বলাত। ইয়াহরিহু নাহারি অ-সুয়াফাম্ মিনাল লাইলি, ইয়াহু হাসানা-তি যুযাইহ নাস্ সাইরিয়া ও জালিনা বিদুশা নিম্ন মা-দিকীন।” — তুমি নামাক কাস্তাম করবে দিনের দুই প্রহরভাগে ও রাতের প্রহর ভাগে। সংকল্প তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুই করে দেয়। যারা উপেক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। পিতা স্বরনকারীদের জন্য এ এক স্বরমীর বিষয়।  
নামাজ অর্থে আরো উল্লেখ আছে — (সুরা বনী ইসরাইল, ৭৮ নং আয়াত) — “আরিসিম স্বলাত। ইয়াহরিহু নাহারি অ-সুয়াফাম্ মিনাল লাইলি, ইয়াহু হাসানা-তি যুযাইহ নাস্ সাইরিয়া ও জালিনা বিদুশা নিম্ন মা-দিকীন।” — তুমি নামাক কাস্তাম করবে দিনের দুই প্রহরভাগে ও রাতের প্রহর ভাগে। সংকল্প তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুই করে দেয়। যারা উপেক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। পিতা স্বরনকারীদের জন্য এ এক স্বরমীর বিষয়।

নামাজ অর্থে আরো উল্লেখ আছে — (সুরা বনী ইসরাইল, ৭৮ নং আয়াত) — “আরিসিম স্বলাত। ইয়াহরিহু নাহারি অ-সুয়াফাম্ মিনাল লাইলি, ইয়াহু হাসানা-তি যুযাইহ নাস্ সাইরিয়া ও জালিনা বিদুশা নিম্ন মা-দিকীন।” — তুমি নামাক কাস্তাম করবে দিনের দুই প্রহরভাগে ও রাতের প্রহর ভাগে। সংকল্প তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুই করে দেয়। যারা উপেক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। পিতা স্বরনকারীদের জন্য এ এক স্বরমীর বিষয়।  
নামাজ অর্থে আরো উল্লেখ আছে — (সুরা বনী ইসরাইল, ৭৮ নং আয়াত) — “আরিসিম স্বলাত। ইয়াহরিহু নাহারি অ-সুয়াফাম্ মিনাল লাইলি, ইয়াহু হাসানা-তি যুযাইহ নাস্ সাইরিয়া ও জালিনা বিদুশা নিম্ন মা-দিকীন।” — তুমি নামাক কাস্তাম করবে দিনের দুই প্রহরভাগে ও রাতের প্রহর ভাগে। সংকল্প তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুই করে দেয়। যারা উপেক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। পিতা স্বরনকারীদের জন্য এ এক স্বরমীর বিষয়।

যদি অঙ্গের পবিত্র নামাক কাস্তাম করবে, আর যার অর্থ তুমি সুপারিশ কর মানবীয় ও শ্রেষ্ঠা ভিত্তিতে। কিংবা আশীর্বাদ/দ্বারা কর (তাদের ক্ষমার্থে) ঈশ্বরীয় ও শ্রেষ্ঠা ভিত্তিতে। আমি আশেই বলাহিরসুল (সাঃ) বাহার ও নূর উভয় বৈশিষ্ট্যের চারিত্রে গতি। সুতরাং অর্থগত দুই রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিম্নে বর্হিত্ত নয়।

**আকিসিম স্বলাত একপাটির তৎপর কি?**  
আকিসিম শব্দটি আলফ সুচক জীয়াপদ হিসাবে ব্যবহারিত হয়েছে। যার জীয়াপদ হল ইয়াহরিহ। গাতি "সুয়াসী মরীফ" এর অর্থগত বাবে ইয়াহরিহ-এর (মাসলুর) জীয়াপদ যার অর্থ পিতা করা বা মূল পেড়ে দেওয়া। একপাটির শব্দমূল হল রফ-ওয়া-মীম। আরবী ব্যাকরণের ছদ্ম বিকার সুলাসী মুজার (মুনাগে) দিন অক্ষর বিশিষ্ট জীয়াপদ-এর বাবে নাহারি থেকে মাসলুরের দুটি রূপ হয়, ১ম রফ-মুম, ২য় রফ-মুম। দুটি জীয়াপদের অর্থই দাঁড়ানো। এই শব্দটি যখন বাবে পরিণত হয় বাবে ইয়াহরিহ থেকে ইকামত রূপান্তর করে তখন তার অর্থ হয় দাঁড় করা বা ভিত স্থাপন।

পতিষ্ঠা করা বা দাঁড় করানোর অর্থ কি? পতিষ্ঠা করা স্বলাত কোন কিছুই মূল পেড়ে দেওয়া। এর পরিস্টেট মেনিস (সামঞ্জস্যন অর্থ) এর ফেরেস্তা, প্রাচীন ব্যবহার, হতে পারে। আজাহর অংশে আরিসিম স্বলাত। উপেক্ষা বা মর্যাদা, ব্যক্তিগত জীবন যথাযত, যথারীতি, সংবদ্ধ হয়ে স্বলাত কে সুসম্পন্ন কর। অর্থগত নামাজকে কাস্তাম কর। ব্যাঘা স্বরূপ-তুমি যথাযত বলাত সুনিপুন নিয়মে, যথারীতি বলাত নির্ধারিত সময়ে, সবেকর হয়ে বলাত আজাহর সাথে নামাজকে সুসম্পন্ন কর। তাহলে তোমার পক্ষ নামাক কাস্তাম হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত-নিম্নের চারিটে বা কর্মধারায় স্বলাত বা নামাজকে যথার্থ রূপে অবস্থানের পর অন্যান্য ভাইদের অহর স্বলাত (নামাজ)-এর প্রভাব বিস্তার করে তাদের চারিটে বা কর্মধারায় নামাজকে অবলম্বন করিয়ে অর্থগত তাদের নামাজী যাবিগ্য সমাজের বৃদ্ধি স্বলাত কে প্রাচীন হিসাবে পতিষ্ঠা করে নামাজকে কাস্তাম কর। সমাজের প্রেক্ষাপটে নামাক কাস্তাম থাকলে কাস্তাম সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। আজাহর সঙ্গে নামাক পড়লে পতিষ্ঠিত মুসলিমের সঙ্গে তার বিনিময় হয়। স্বাভাবিক পাশা পাশি দাঁড়ালে ধনী-দরিদ্রের বৈসাম্যভেদ উচ্ছেদ হয় ইত্যাদি। আমীন।

|   |      |                         |  |
|---|------|-------------------------|--|
| ESTD- 1983  |      | Bismillah الرحمن الرحيم |  |
| <b>ALL INDIA SUNNAT-AL-JAMAYAT</b>  |      |                         |  |
| (Non Political Islamic Welfare Trust)   |      |                         |  |
| Berachampa (Kaukepara, Taki Road), Deganga, North 24 Parganas, West Bengal, India, Ph- 08641856331, Tele Fax- 03216 242-022     |      |                         |  |
| <b>RENEWAL FORM</b>   |      |                         |  |
| Reg. No.  | Name | Age                     |  |
| S/o   |      |                         |  |
| Pill  |      | P.o                     |  |
| Ps  |      | Dist                    |  |
| Pin No  |      | Phone No                |  |
| G.P   |      | Municipality            |  |
| Block   |      | State                   |  |
| Educational Qualification   |      |                         |  |
| Occupation  |      |                         |  |
| Blood Group   |      |                         |  |
| আমি অল ইন্ডিয়া সুনাত অল জামায়াতের সদস্য, আমার পূর্বের বকেয়া চাঁদ পরিশোধ করিয়া পুনরায় আমার আই কার্ড নবীকরণ করার আবেদন করছি। |      |                         |  |
| বিতীত—  |      |                         |  |